শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

সম্পাদনাঃ পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটিঃ

১। আয়শা সিদ্দিকী, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। মাহমুদা বেগম, উপপরিচালক (পরীবিক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। মোছা: কানিজ তাজিয়া, উপপরিচালক (দিবাযত্ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। সৈয়দা রোকেয়া জেসমিন, উপপরিচালক (রেজিঃও জনসংযোগ), দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য প্রদান ইউনিট, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। মোহাম্মদ কামাল হোসেন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। খালেদা খাতুন, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য প্রদান ইউনিট), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

গ্রন্থনা ঃ তথ্য প্রদান ইউনিট

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন ঃ খালেদা খাতুন
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,তথ্য প্রদান ইউনিট, ঢাকা।

আলোকচিত্র ঃ মোঃ আবিদ হোসেন খান, আলোকচিত্র গ্রাহক

প্রকাশকাল ঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশনায় ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

মূদ্রণে ঃ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

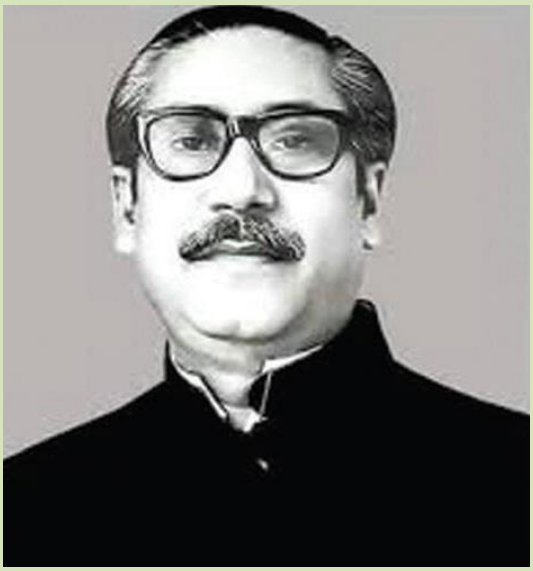

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। সময়ের পথ পরিক্রমায় যা আজ “মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর”। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ‘শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা’ এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এই প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশের নারী সমাজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

বাণী

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

উন্নয়নের মহাসড়কে দূর্বারগতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এমডিজি ও রূপকল্প ২০২১ অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মাধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনীতির মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠনে নারীদের বেগবান হয়ে ওঠার জন্য আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নারী-পুরুষ সমতা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে নারীর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান। যা বিশ্বের কাছে রোল মডেল। বিভিন্ন সরকারি নীতি ও কৌশল গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করায় সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অবদানের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি স্বরুপ প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, পিস ট্রি, এজেন্ট অব চেঞ্জ এওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড, লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এওয়ার্ড, নারী নেতৃত্বের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ এওয়ার্ড ও এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ১৪টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ২৪ ঘন্টা হটলাইন সেবা ১০৯ চালু করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০; শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে যার আলোকে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমি আশা করি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারী ও শিশুর উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি)

নাজমা মোবারেক
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির অর্ধেকেরও বেশী নারী ও শিশু। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্প, কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, আইসিভিজিডি প্রকল্প, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। এছাড়া মা ও শিশুর পুষ্টি এবং শিশুর বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ডিজিটাল (G2P) পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের নিকট ভাতা প্রদান করা হয়। দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অব্যাহত আছে ভিডব্লিউবি (VWB) কর্মসূচি ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য পরিচালিত হচ্ছে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অধিক প্রবেশকে উৎসাহিত করতে সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে ডে-কেয়ার সেন্টার। এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ গ্রহনের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ করা হয়। অসহায় নারীদের আইনী সহায়তা দেওয়ার জন্য রয়েছে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল। নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আবাসিক-অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের মধ্যে-কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রনিক অ্যাসেম্বলিং, ফ্যাশন ডিজাইনিং, বিউটিফিকেশন, মাসরুম চাষ, ড্রেস মেকিং, হাউজ কিপিং ও ডে-কেয়ার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অন্যতম। জীবন সংগ্রামে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে স্বপ্নজয়ী সফল নারীদের দেয়া হচ্ছে জয়িতা সম্মাননা, বেগম রোকেয়া পদক এবং 'স্বপ্নজয়ী মা' সম্মাননা। একই সাথে বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্বলিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা

(নাজমা মোবারেক)

ফরিদা পারভীন
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের সাথে পথ পরিক্রমায় সামঞ্জস্য রেখে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনপদের অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং সর্বোপরি একটি সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) অবস্থান থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং আগামী ২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন। জাতির পিতা জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন; চাকুরি ক্ষেত্রে নারীদের শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে তা গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

নারী-উন্নয়ন ও শিশুদের কল্যাণে সরকারের সাফল্যের গর্বিত অংশীদার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর প্রান্তিক নারী গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত করাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। বাংলাদেশ প্রস্তুত হচ্ছে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায়। ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল স্বয়ংসম্পূর্ণ যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে নারী-পুরুষের অবস্থা হবে বৈষম্যহীন এবং সম্মানজনক। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে। সাশ্রয়ী, টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে 'প্রগতিশীল প্রযুক্তি' অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নতি'তে অবশ্যই নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ সমতায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় পরিচালিত দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিডি কার্যক্রম **VWB (Vulnerable Women Benefit)** প্রোগ্রামে রুপ নিয়েছে**,** আইসিভিজিডি প্রকল্প (ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম**),** মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে এই অধিদপ্তর।

গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রেও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা অসামান্য। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনসমূহের নিবন্ধন, নির্বাচিত সমিতিসমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদান**,** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পণ্য উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বিপনণের জন্য বাজার-সংযোগ স্থাপন করেছে ই-জয়িতা। একটি মানসম্পন্ন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা গঠনে জোড়ালো ভূমিকা রেখে চলেছে এই অধিদপ্তর। **নিজেদের** মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নারীরা তাঁদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ান'সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় নারীরা আজ বেশী সক্ষম।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনেই মহিলা হোস্টেলসমূহের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা দেয়া, দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান প্রভৃতি ও পরিচালিত হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১০৯ টোল ফ্রি ন্যাশনাল হেল্পলাইন, জয় অ্যাপস ও ডিএনএ ল্যাব ব্যবহার করে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনী সহায়তা প্রদান, মহিলাদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনার মাধ্যমে নারীবান্ধব আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা-ইত্যাদি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের অংশ।

এ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা 'জয়িতা'দের নির্বাচন ও সম্মাননা প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস', 'স্বপ্নজয়ী মা' সম্মাননা প্রদান 'বেগম রোকেয়া দিবস', 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস' পালন করা হয় এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে। অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীর ভাগ্য পরিবর্তন যেমন হয়ে চলেছে, তেমনই উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে তাদের বিপুল উপস্থিতি দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এনেছে দৃশ্যমান ইতিবাচক

পরিবর্তন। তারই ফলশ্রুতিতে সমকালীন বিশ্বে বাংলাদেশ পরিগণিত হয়েছে নারী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে অবদানের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিপুল কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী সম্পর্কে সর্বসাধারণের জানার অধিকার রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা মোতাবেক তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে, নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হচ্ছে। জেলা, উপজেলা ও সদর কার্যালয়সহ প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন এবং রাজস্ব কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা জনগণের তথ্য চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ফরিদা পারভীন)

সূচিপত্র

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পটভূমি, প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য.....

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ-

১)মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

১.১ জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি.....

২) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

২.১ ভালনারবেল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রম .....

২.২ জয়িতা অন্বষেণে বাংলাদেশ.....

২.৩ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, অঙ্গনা .....

২.৪ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ .....

২.৫ মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি.....

২.৬ সেলাই মেশিন .....

৩) সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

৩.১ পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচতেনতা কার্যক্রম .....

৩.২ বিভিন্ন দিবস উদযাপন .....

৪) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৪.১ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল.....

৪.২ চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র.....

৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

৫.১ মহিলা সহায়তা কর্মসূচি.....

৫.২ মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর.....

৬) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

৬.১ কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল কর্মসূচি.....

৬.২ কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র.....

৭) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণী

৭.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি.....

৭.২ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, পেনশন সংক্রান্ত.....

৭.৩ অডিট সংক্রান্ত .....

৭.৪ বিভাগীয় মামলা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত .....

৮) তথ্য ও যোগাযোগ

৮.১ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস.....

৮.২ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনসহ এতদসংক্রান্ত ফরম .....

৮.৩ স্বত:প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা .....

৮.৪ ই-সার্ভিস .....

৯) সেবা ও যোগাযোগ

৯.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা .....

৯.২ আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণের তালিকা .....

৯.৩ কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের কর্মকর্তাগণের তালিকা .....

৯.৪ দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণের তালিকা .....

৯.৫ ৬৪ জেলার উপপরিচালকগণের তালিকা .....

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠা

১৯৭২	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪	➲ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ করা হয়।
১৯৮৪	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমিকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০	➲ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

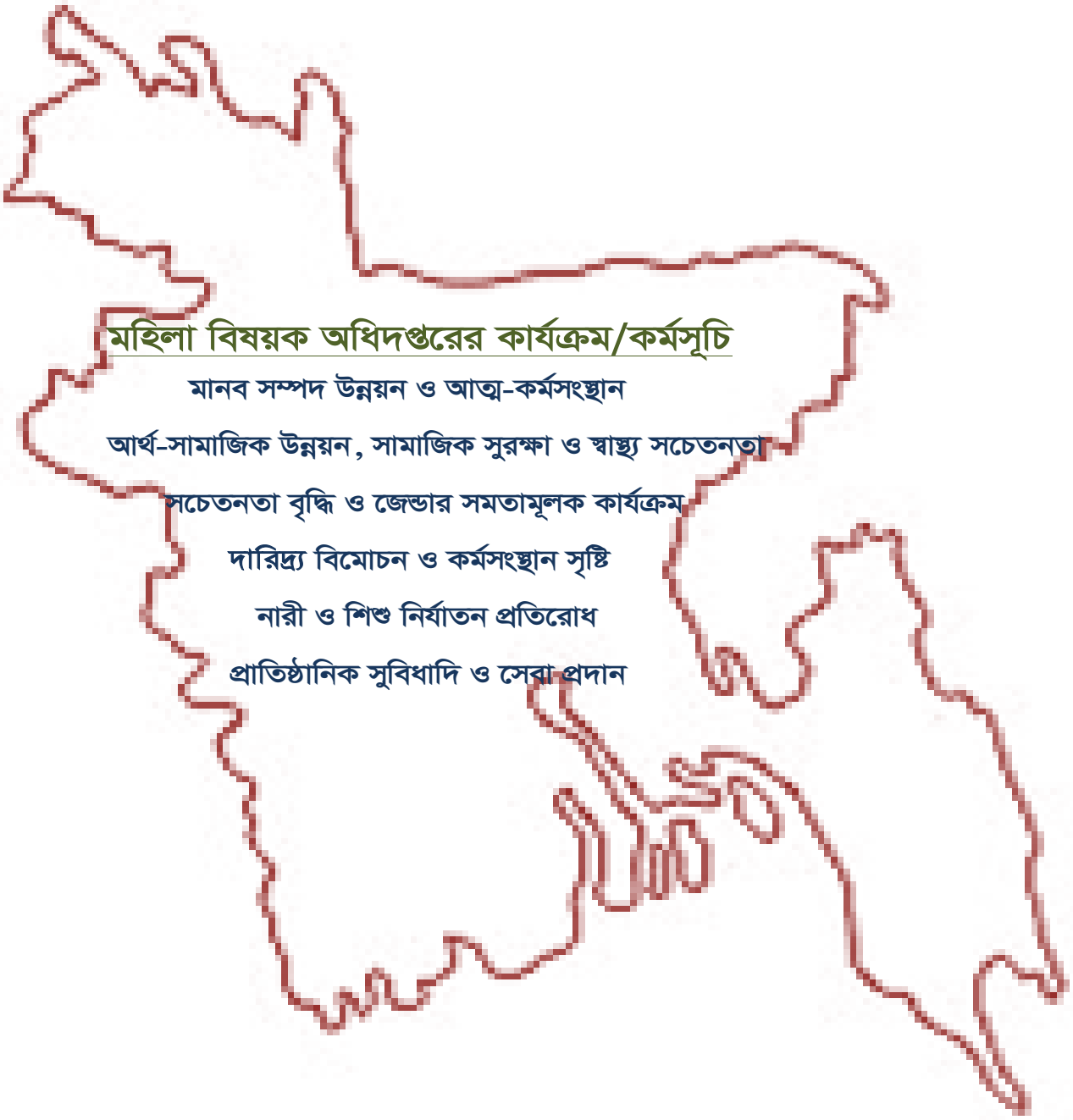

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

মানব সম্পদ উন্নয়ন
ও
আত্ম-কর্মসংস্থান

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি

একটি দেশের সুষম উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এই সুবিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এবং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, সকল চলমান কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশগত মান এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নারীর সার্বিক উন্নয়নে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। আর নারীর সার্বিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে বিবেচনায় তৃণমুল পর্যায়ে স্বল্প শিক্ষিত, দুঃস্থ মহিলাদের কর্মদক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০৭টি জেলায় ০৭ টি আবাসিক ও ০১ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে মহিলাদের আয়বর্ধক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ :

১। **প্রধান কার্যালয় :**

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৪৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ডি-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ : স্বল্প শিক্ষিত বেকার নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে ০৩ টি ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৪ (চার) মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণে দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক এন্ড টাই-ডাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২। **উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)**

গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ৬৪ জেলার ১৩৬ টি উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস। উপজেলা পর্যায়ে ৩০ জন স্বল্প শিক্ষিত এবং দু:স্থ মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭৯৮০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

দেশের সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ০৭টি জেলায় ০৭টি আবাসিক এবং ০১ টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের কৃষি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে নিরাপদ আবাসন ও নারী বান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

১। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি, জিরানী, গাজীপুর

নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার জন্য প্রয়োজন নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতায়ন। আর এ জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এসব কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বঙ্গমাতা শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর নামে জিরানী, গাজীপুর এ ১৯৯৮ সনে প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১৮-৩৫ বছর বয়সী মহিলাদের বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্ণিত ট্রেডসমূহ ৩ মাস মেয়াদী। প্রশিক্ষণ কালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। সকল ট্রেড কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪টি ব্যাচে ৪২৮ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা (এমপি)- কে ফুলের শুভেচ্ছা দেয়া হচ্ছে।

কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান UCEP এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ০৩ মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণে বছরে ৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৭৬ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২। গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর (অনাবাসিক)

কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কর্মক্ষম নারীর মধ্যে কৃষিকাজে সবচেয়ে বেশি নারী নিয়োজিত। ফসলের প্রাক বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজসংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এমন কি বিপণন পর্যন্ত অনেক কাজ নারী এককভাবেই করে থাকেন। বলা চলে কৃষি ও এর উপখাতের মূল চালিকা শক্তি নারী। কৃষি ক্ষেত্রে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলাদের সমন্বিত কৃষি ও মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ১৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সনে যাত্রা শুরু করে। প্রতি ব্যাচে ১৫ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকলীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/-(একশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ফসল উৎপাদনের জমি প্রস্তুত

আগাছা পরিস্কার

৩। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা

মহিলাদের কৃষি কাজে আরো বেশি উন্নত করার লক্ষ্যে সাভার জিরাবোতে বিগত ১৯৮৫ সনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ, পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, বেসিক কম্পিউটার এবং হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। ০৩ মাস ব্যাপি ৫টি ট্রেডে বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯১ সনে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন উইং), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জিরাবো, সাভার, ঢাকা পরিদর্শন।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন

৪। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। তিনি নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চাৎপদ নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের নামে ১৯৯৫ সালে দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ এ বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্রে হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, বিউটিফিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং (আবাসিক, অনাবাসিক) এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিউটিফিকেশন ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এর সাথে এফিলিয়েটেড। ০৩ মাস মেয়াদী প্রতি ব্যাচে ০৪ টি ট্রেডে আসন সংখ্যা ১৫০। বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫০২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং প্রশিক্ষণ

বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ

হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং প্রশিক্ষণ

৫। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট

কথায় আছে Agriculture is the poineer of all culture and Women is the poineer of Agriculture। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়- "শস্যক্ষেত্র উর্বর হলো, পুরুষ চালাল হাল, নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল"। দক্ষতার সাথে এ কাজ করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রে বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩টি ট্রেডই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ১০০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৭০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

৬। মহিলা হস্তশিল্প এবং কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর

দিনাজপুর অঞ্চলে স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২০০৪ সনে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১২ সনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এ কেন্দ্রে আধুনিক গার্মেন্টস, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। বছরে ০৪টি ব্যাচে ৬০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে ০৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২১৫ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং প্রশিক্ষণ

৭। মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স সারিয়াকান্দি, বগুড়া

নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কল্পে বগুড়া জেলাধীন সারিয়াকান্দি উপজেলায় মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স ২০০০ সনে স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৬ সনে এটি রাজস্বখাতভুক্ত হয়। এ কেন্দ্রে কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স মটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান UCEP এর সাথে MOU এর মাধ্যমে তিনটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৮০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ

কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স মটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স প্রশিক্ষণ

৮। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী

রাজশাহী জেলার সদর উপজেলার সপুরায় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সনে স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০০৮ এর জুলাই মাস হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর হয়। এখানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ দিন। ০৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। বছরে ১৪ ব্যাচে ৬০ জন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৪০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৫ দিন মেয়াদে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের স্টাফ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

স্মারণী

(জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩)

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	১। ডি-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ		০৭ ব্যাচ	১৭০জন
	২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ		০৪ ব্যাচ	১১৯ জন
	৩। শিষ্টাচার ও দাপ্তরিক আচারণ বিষয়ক		০১ ব্যাচ	২৫ জন
	৪। প্রমিত দাপ্তরিক ভাষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ		০৩ ব্যাচ	৭৫ জন
	৫। জি আর এস বিষয়ক প্রশিক্ষণ		২ ব্যাচ	৫৯ জন
			উপমোট=	**৪৪৮ জন**
প্রধান কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	১। দর্জি বিজ্ঞান	১৫	০৩টি	৩৩ জন
	২। ব্লক, বাটিক এন্ড টাইডাই	১৫	০৩টি	১৮ জন
	৩। এমব্রয়ডারী	১৫	০৩টি	১৭ জন
			উপমোট=	**৬৮ জন**
শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি, জিরানী, গাজীপুর (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন	৩০	০৪টি	৬৮ জন
	২। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	১০	০৪টি	৭৩ জন
	৩। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	৬০	০৪টি	২০৮ জন
	৪। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৩০	০৪টি	৪৭ জন
	৫। ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স	৩০	০৪টি	৩২ জন
	৬। ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স (UCEP এর সাথে MOU এর মাধ্যমে পরিচালিত)	১২৫	০৪ টি	৪৭৬ জন
			উপমোট=	**৯০৪ জন**

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র জিরানী,গাজীপুর ((অনাবাসিক)	১। সম্বলিত কৃষি ও মৎস্য চাষ	১৫	০৪টি	৬০ জন
			উপমোট=	**৬০ জন**
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা (আবাসিক)	১। মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ	১০	০৪টি	৪০জন
	২। পেষ্ট্রি এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট	১৫	০৪টি	৬০ জন
	৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	১৫	০৪টি	৬০ জন
	৪। বেসিক কম্পিউটার	২০	০৪টি	৮০ জন
			উপমোট=	**২৪০ জন**
বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ (আবাসিক)	১। হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং	২৫	০৪টি	৪৮ জন
	২। বিউটিফিকেশন	২৫	০৪টি	৫৪ জন
	৩। আধুনিক গার্মেন্টস (অনাবাসিক)	৫০	০৪টি	২০০ জন
	৪। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	৫০	০৪টি	২০০ জন
			উপমোট=	**৫০২ জন**
মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (আবাসিক)	১। আধুনিক গার্মেন্টস,	২০	০৪টি	৭০ জন
	২। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৩০	০৪টি	১০৫ জন
	৩। বেসিক কম্পিউটার	১০	০৪টি	৪০ জন
			উপমোট=	**২১৫ জন**
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,বাগেরহাট (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন	২০	০৪টি	৭৫ জন
	২। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	৪০	০৪টি	১৬০জন
	৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৪০	০৪টি	১৩৫ জন
			উপমোট=	**৩৭০ জন**
মা ফাতিমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স সারিয়াকান্দি, বগুড়া	১। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স	২০	০৪টি	৭২ জন
	২। মটর সাইকেল সার্ভিস	১০	০৪টি	৩৬ জন
	৩। ইলেকট্রিশিয়ান	২০	০৪টি	৭২ জন
			উপমোট=	**১৮০ জন**
মানবসম্পদ উন্নযন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী (আবাসিক)	১। স্বেচ্ছাসেবি মহিলা নেতৃবৃন্দের স্বক্ষমতা বিকাশ প্রশিক্ষণ (টার্গেট ছিল ৩৬০ জন)			৩৪০ জন
	২। অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			৩৫ জন
			উপমোট=	**৩৭৫ জন**
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ জেলাধীন ১৩৬ টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দর্জি বিজ্ঞান	৩০ জন	০৪টি	৭৯৮০ জন
			উপমোট=	**৭৯৮০ জন**
			সর্বমোট=	**১১৩৪২ জন**

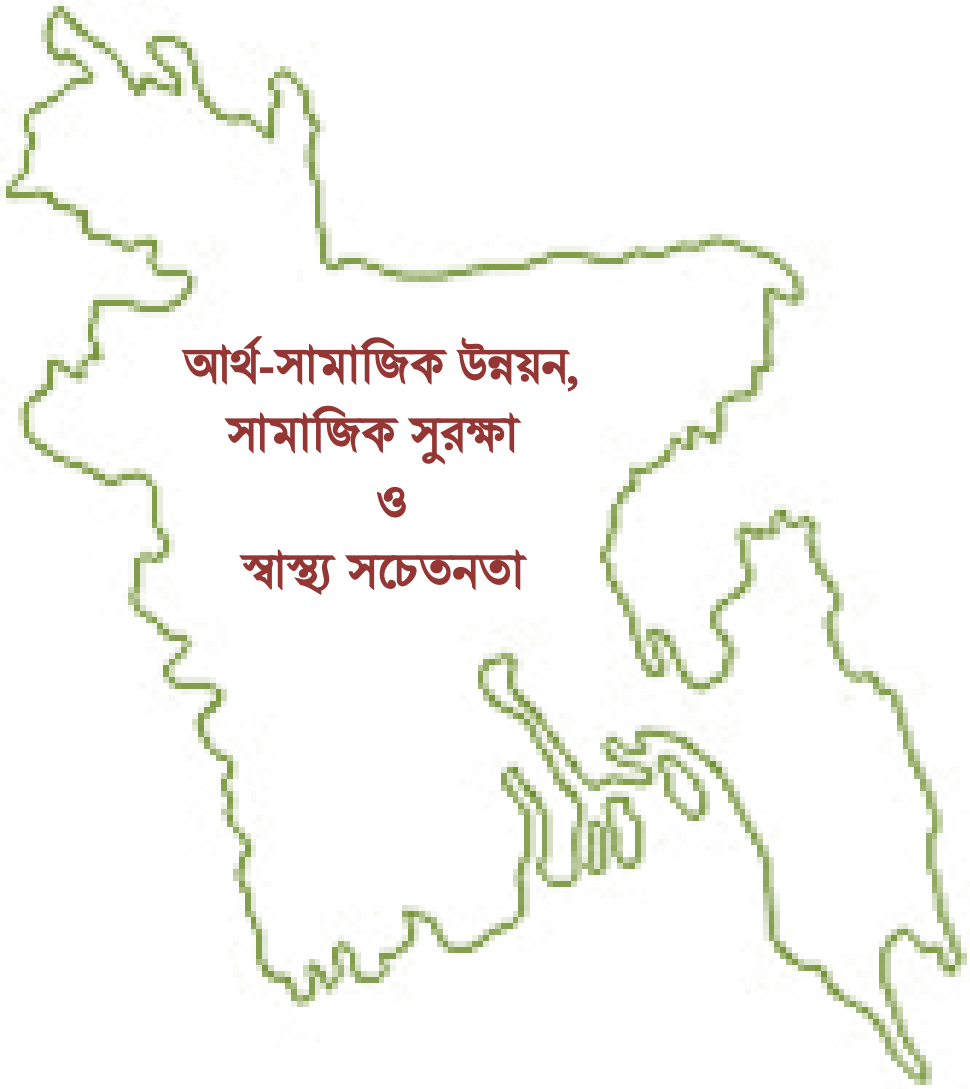

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রম

ভিডব্লিউবি (পূর্বের ভিজিডি) কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশের গ্রামীণ অস্বচ্ছল মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম, যা সম্পূর্ণরূপে আর্থ-সামাজিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবার বিশেষত: মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতি ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ভিডব্লিউবি চক্রে সারাদেশে ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন অস্বচ্ছল মহিলা মাসিক ৩০ কেজির বস্তাজাত খাদ্য (সাধারণ/পুষ্টি চাল) সাহায্যের পাশাপাশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জীবনদক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। তাছাড়া, উপকারভোগীগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতি মাসে ২২০/- টাকা সঞ্চয় জমা করে থাকে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রারম্ভিক মুলধন গঠন হিসেবে কাজ করে। ২০০১ হতে ২০০৮ পর্যন্ত জিওবি ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির যৌথ সহযোগিতায় ভিডব্লিউবি (পূর্বের ভিজিডি) উপকারভোগীদের খাদ্য ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ চক্র হতে ভিডব্লিউবি (পূর্বের ভিজিডি) কার্যক্রম এককভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৯৩টি উপজেলার ৪৫৮২টি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য:

বাংলাদেশের দারিদ্রপীড়িত এবং অস্বচ্ছল গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে/স্তরে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ অসচ্ছল পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং বিপণনযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা, ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি গুলোতে অন্তর্ভূক্তিকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য বিষয়:

বাজেট বরাদ্দ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে খাদ্য বরাদ্দ, পরিবহণ ব্যয়, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, আপ্যায়ন ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ভিডব্লিউবি খাতে মোট ১৯৪০৬০.১০ (এক হাজার নয়শত চল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ দশ হাজার) লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং সর্বমোট ব্যয় = ১৯০৯০৫.২২ (এক হাজার নয়শত নয় কোটি পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার) লক্ষ টাকা।

ব্যয়
১৯৪০৬০.১০

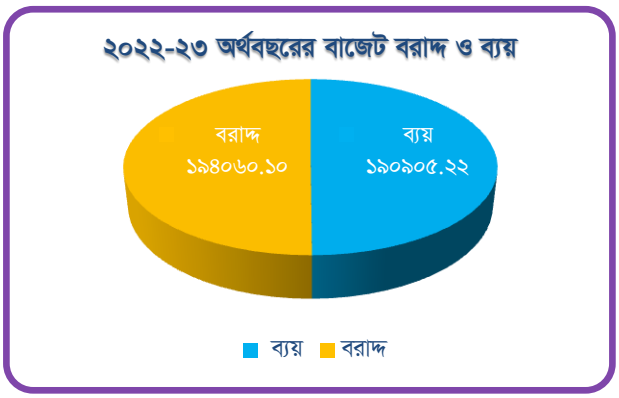

খাদ্য সহায়তা:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি হারে ৩,৭৪,৪০০ মে: টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এর মধ্যে ১৮৯টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং নির্বাচিত ৩৪৮টি এনজিও'র মাধ্যমে আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগী নির্বাচনে জন্য অ্যাপস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে কার্ড বিতরণ

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য বিতরণ

৩০ কেজির বস্তায় ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য বিতরণ

<u>প্রশিক্ষণ:</u>

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের ০৯টি মডিউলের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে উপকারভোগীদেরকে একদিকে যেমন সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে, অন্যদিকে এই নারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

ক) <u>জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ</u>:

আয় রোজগারের জন্য যেমন দক্ষতা লাগে, তেমনি জীবন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নানাবিধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়; যাকে জীবন দক্ষতা বলে অভিহিত করা হয়। ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত ও চুক্তিবদ্ধ এনজিও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলা ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ভিডব্লিউবি চক্রে ৪৬ ঘন্টার (১৩ দিন)

আনুষ্ঠানিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৭.৩০ ঘন্টার (৭দিন) রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। মৌলিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতন করা হয়, যা দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ পরিবর্তন ও প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসমূহ-

- ভিডব্লিউবি কার্যক্রম, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি
- নারীর ক্ষমতায়ন
- এইচআইভি/এইডস এবং মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব।

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কাযর্ক্রম

খ) <u>আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ</u>:

আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলা প্রথমে কমপক্ষে ৪২ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলোআপ হিসেবে ২১ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। এতদ্ব্যতীত ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনাসহ নির্দিষ্ট আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের উপর ধারণা পেয়ে থাকে এবং নিজস্ব দক্ষতা/চাহিদার ভিত্তিতে একটি ব্যবসা পরিকল্পনা করে থাকে।

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

- উদ্যোক্তা উন্নয়ন
- দেশী মুরগী ও হাঁস পালন
- বাড়ীর পাশে সবজি চাষ
- গরু ও ছাগল পালন।

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কাযর্ক্রম

সঞ্চয়:

ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মাসে ২২০/- (দুই শত বিশ) টাকা হারে তাদের নিজস্ব একাউন্টে সঞ্চয় জমা রাখে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে কাজ করে।

সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম:

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কারিগরী সহযোগিতায় সর্বপ্রথম কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের অনুকূলে রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম শুরু হয়, যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সারাদেশে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭০টি ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় ১৯টিসহ সর্বমোট ১৮৯টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের পুষ্টির অভাব দূর করার জন্য পাইলট কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে সাধারণ চালের সাথে ০৬টি মাইক্রো নিউট্রিন্ট (ভিটামিন এ, বি১, বি১২, আয়রন, ফলিক এসিড, জিংক) মিশ্রণপূর্বক পুষ্টিচাল প্রস্তুত করে (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ করা হচ্ছে। রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিডব্লিউবি কার্ডধারী মহিলার পরিবারসমূহের সদস্যবৃন্দ তথা মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের অপুষ্টির অভাবজনিত উপাদানের পরিমাণ কমে আসবে।

চিত্র: ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিদর্শন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ব্যয় বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড নং	খাত/উপখাতের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট ব্যয়
১.	৩৭২২১০১	ত্রাণ কার্য (চাল)	১৮৬৭৯৫.০৬	১৮৬৭৯৫.০৬
২.	৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	২৮৯৫.০৬	১৯৮০.২১
৩.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪২৫০.০০	২০৬৬.৪৮
৪.	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	১৬.০০	১২.৫২
৫.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৬৭.৫০	৩৬.৩৪
৬.	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৩৩.০০	১১.১১
৭.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩.৫০	৩.৫০
		সর্বমোট =	**১৯৪০৬০.১০**	**১৯০৯০৫.২২**
		কথায় =	এক হাজার নয়শত চল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ দশ হাজার টাকা।	এক হাজার নয়শত নয় কোটি পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার টাকা।

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ

কার্যক্রমের নাম : "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কার্যক্রম।

কার্য এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

বাস্তবায়নকাল : রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

অর্থ-বছর : ২০২২-২৩

৫ টি ক্যাটাগরীতে ৫ জন সফল নারীকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান

আর্থিক উৎস:

ক্রমিক নং	মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	দাতা সংস্থার নাম	মন্তব্য
১.	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	-	-	-

কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা, ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবসগুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা।

<u>নীতিমালার আলোকে ৫টি ক্যাটাগরি:</u>

১. অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
২. শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
৩. সফল জননী নারী;
৪. নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী; এবং
৫. সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

বাস্তবায়ন কৌশল :

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আবেদনপত্র আহ্বান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত সহ উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

অগ্রগতি:

২০২১-২২ অর্থবছরের ৪৩০টি উপজেলা পর্যায়ে ২০৬৭ জন, ৬৪টি জেলা পর্যায়ে ৩২০ জন এবং ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে ৪০ জন জয়িতাকে নির্বাচন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্যে হতে জাতীয় পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জন নির্বাচিত জয়িতাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ২০২৩ এ শ্রেষ্ঠ জয়িতা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৩০টি উপজেলা পর্যায়ে ১৯৮৮ জন, ৬৪টি জেলা পর্যায়ে ৩২০ জন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জয়িতা নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে নির্বাচিত জয়িতা

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র,'অঙ্গনা'

ভুমিকা :

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৮৬ সালে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সাল থেকে অঙ্গনা সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/এককভাবে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ এবং বিক্রয়ে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই অঙ্গনার লক্ষ্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ে সহায়তা করার মাধ্যমে নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
- অঙ্গনার মাধ্যমে দেশব্যাপী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করা, নারীর ক্ষমতায়ন তথা দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

মালামাল সংগ্রহ :

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তৈরীকৃত মানসম্মত যুগোপযোগী পণ্য সামগ্রী।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত মহিলা সমিতির সদস্যদের তৈরীকৃত মানসম্মত পণ্য সামগ্রী।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরীকৃত মানসম্মত পণ্য সামগ্রী।

মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় :

যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক যে সব দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় শুধুমাত্র সেই সব দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সাথে ৫% মুনাফা যোগ করে দ্রব্যাদির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

- মালামাল পাকা রশিদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।
- মালামাল একদরে বিক্রয় করা হয়, বিক্রিত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না।
- অঙ্গনার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যাংকের ০২টি হিসাবে জমা দেয়া হয়।

বিল পরিশোধ :

অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত মালামালের বিল অঙ্গনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং) এর যৌথ স্বাক্ষরে অঙ্গনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাব হতে A/C Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সমিতি/ব্যক্তিকে পরিশোধ করা হয়। মুনাফার অর্থ প্রতি অর্থবছর শেষে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অঙ্গনার আর্থিক অবস্থা

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অঙ্গনার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত ১৯,৪০,৪৩০/-(উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত ত্রিশ) টাকার মালামাল বিক্রয় করা হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত অর্থের ৫% মুনাফা ৯৪,০৫৩/৬৩ (চুরানব্বই হাজার তিপ্পান্ন টাকা তেষট্টি পয়সা) অর্থবছর শেষে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অঙ্গনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত মালামালের বিল বাবদ ১৬,৩৩,০০৫/- (ষোল লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচ) টাকার চেক উদ্যোক্তাদের প্রদান করা হয়েছে।

অঙ্গনায় যা পাওয়া যাচ্ছে :

অঙ্গনায় উন্নত মানের বিভিন্ন রকম বেড কভার, নকঁশী কাঁথা, সাধারন কাঁথা, হাতের কাজ করা শাড়ী, বিভিন্ন ধরনের উন্নত শাড়ী, সাধারন শাড়ী, হাতের কাজ করা থ্রিপিস, ব্লক থ্রিপিস, প্রিন্টের উন্নত থ্রিপিস, বাটিক থ্রিপিস, টুপিস, ওয়ানপিস, পেটিকোট, ব্লাউজ, বিভিন্ন ডিজাইনের সালোয়ার, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, নামাজের হিজাব, ডাইনিং রানার ম্যাট, বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ, পার্স, লন্ড্রি ব্যাগ, ক্রুশের টেবিল ম্যাট, কুশন কভার, রুটির ঝুড়ি, আয়রন কভার, ওয়াল পকেট, মশারীর কভার, কাজ করা কটি, সূতি ম্যাক্সি, লিলেন ম্যাক্সি, কাপ্তান, নিউবর্ণ নিমা, নিউবর্ণ নেপী, বেবী কাঁথা, বেবী তোয়ালে, বেবী বেড, বিভিন্ন বয়সের শিশু পোষাক ইত্যাদি যুগোপযোগী মালামাল পাওয়া যায়।

অঙ্গনার সাফল্য :

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনা এপিএ (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে যারা অঙ্গনায় মালামাল সরবরাহ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। এভাবেই অঙ্গনা সরাসরি নারী উন্নয়নে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ও সরকারের বার্ষিক আয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও অনুদান বিতরণ

পটভূমি: ১৯৭৮ সনের ৫ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি নং পি-এস/মবি-৪৬৫/৭৭-২৪০-১৯৬১ এর প্রেক্ষিতে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর ক্ষমতাবলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা গঠিত মহিলাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ এবং সমিতিসমূহের মধ্যে বার্ষিক অনুদান বিতরণ করে আসছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ জেলার উপপরিচালকগণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা প্রায় ২০৪৭১টি । নিবন্ধিত সমিতিসমূহের আর্থিক সঙ্গতিহীন কর্মক্ষম মহিলাদের আয়বর্ধণমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ ও তাদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে এককালিন বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্য

(ক) আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে আর্থিক সঙ্গতিহীন কর্মক্ষম মহিলাদেরকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ও তাদের আত্ননির্ভরশীল করা।

(খ) নিবন্ধনকৃত মহিলা স্বেচছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে অনুদানের মাধ্যমে দুঃস্থ, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, অবিবাহিতা ও প্রতিবন্ধী মহিলাদের উন্নয়ন তথা পরিবার ও সমাজের উন্নয়ন সাধন করা।

(গ) স্থানীয় মহিলাদের সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা গঠনের মাধ্যমে একত্রে দলগতভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

(ঘ) অনুদানের অর্থের মাধ্যমে সদস্যদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন।

(ঘ) ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাবে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে বিশেষ অনুদান প্রদান করা।

সাধারণ অনুদান : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিবন্ধিত সমিতিসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ভাবে সাধারণ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শ্রেণির ধরণ	টাকার হার	সমিতির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
ক শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৪০,০০০/-	৯০০টি (৯০০X ৪০,০০০)	৩,৬০,০০,০০০/-
খ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৩০,০০০/-	১০০৯টি (১০০৯X৩০,০০০)	৩,০২,৭০,০০০/-
গ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	২৫,০০০/-	২০০৪টি (২০০৪X ২৫,০০০)	৫,০১,০০,০০০/-
	মোট	৩৯১৩টি সমিতি	১১,৬৩,৭০,০০০/-

বিশেষ অনুদান : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬২ জেলার ১২৩ টি সমিতিকে ৫০,০০০/- টাকা হারে ৬১,৫০,০০০/- (একষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাধীন অনুদান : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান হিসাবে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা স্বেচ্ছাধীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সাধারণ, বিশেষ ও স্বেচ্ছাধীন অনুদান খাতে সর্বমোট ১২,৭৫,২০,০০০/- (বার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি এবং সমিতির মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চেক বিতরণের ছবি-

সেলাই মেশিন বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

অসহায়, দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪.০০ (চার) কোটি টাকায় ৪,১২৫ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে আওতায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৬,৯৯৯ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

কর্মসূচি পরিচিতি:

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (Mother and Child Benefit Programme) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। কর্মসূচিটি গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীনভাতা এবং শহর এলাকার কম আয়ের কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির একটি সমন্বিত ও উন্নত সংস্করণ।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) নির্দেশিত জীবন চক্রভিত্তিক কাঠামোর (Life Cycle Frame work) আওতায় মাতৃগর্ভ অর্থাৎ ০ থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির চাহিদা, মনো-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্য:

গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিন সহ ০৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ।

কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

* গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নির্দেশকের (খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য, পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদি) উন্নয়ন;
* বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার শিশু বা খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস;
* উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশু বা কৃশকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস;
* শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা;

আবেদনের আবশ্যিক শর্তাবলীঃ

- ২০-৩৫ বছর বয়সী দরিদ্র গর্ভবতী মা;
- প্রথম ও দ্বিতীয় (সর্বোচ্চ দুবার) গর্ভাবস্থা ;
- জাতীয় পরিচয়পত্র ;
- গর্ভধারণ সেবা কার্ড (এএনসি কার্ড);
- নিজ নামে হিসাব নম্বর ;

আবেদনের প্রক্রিয়াঃ

- ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৪০/- টাকা ফি এর বিনিময়ে;
- তথ্য আপা প্রকল্পের তথ্য আপা ও তথ্যসেবা সহকারীদের সহযোগিতায় বিনামূল্যে আবেদন;

আবেদনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে যাচাই-বাছাই, সুপারিশ এবং চূড়ান্ত অনুমোদন হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি অনলাইনে একটি Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যার ফলে ভাতাভোগী সরাসরি জিটুপি প্রক্রিয়ায় মোবাইল একাউন্ট বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে তার ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। জুলাই/২০২২ থেকে মাঠ পর্যায়ে সারাদেশে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির প্রতি মাসে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

প্রাপ্ত সুবিধাদিঃ

- ৩৬ মাস পর্যন্ত মাসিক ৮০০ টাকা হারে ভাতা পায়;
- প্রতি মাসে নিজ পছন্দের হিসাব নম্বরে ভাতা প্রাপ্তি (জিটুপি পদ্ধতিতে);
- পুষ্টি সম্পর্কিত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সংক্রান্ত (ভাতাভোগী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি;

উপকারভোগী ও ভাতা বিতরণ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মোট ভাতাভোগী ১২,৫৪,০০২ জন।
মোট বাজেট বরাদ্দ ১২,৪২,১৬,৬০,০০০ (বারশত বিয়াল্লিশ কোটি ষোল লক্ষ ষাট হাজার) টাকা।

সচেতনতা বৃদ্ধি
ও
জেন্ডার সমতামূলক
কার্যক্রম

পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি

নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচিত বিভিন্ন ইস্যুর উপর ইতিবাচক মনোভাব ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সচেতনতা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১। **বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ :** বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের ঘোষিত MDG এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাল্যবিবাহ ও পুষ্টির অভাব শতভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ২০১৫-২০৩০ সালের জন্য ঘোষিত SDG5 এ উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

● বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন'২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয় । উক্ত কমিটির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধে মাঠ পর্যায়ের (জেলা ও উপজেলায়) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ (জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

● জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, র‍্যালী ও বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে সচেতনতামূলক প্রচারনা ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

● মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিবন্ধিত সমিতি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ভিডব্লিউবি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগী মহিলাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলাসহ স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মসজিদের ইমামদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা, উঠান বৈঠক, অবহিতকরণ সভা, আলোচনা সভা ও মানববন্ধন করা হয়।

● মাঠ পর্যায় হতে বাল্যবিবাহ রোধের তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষন করা হয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন'২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮ এর অবহিতকরণ কর্মশালা

২। **কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধ:**

● কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে মহামান্য আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি Complaint কমিটি রয়েছে।

● অধিদপ্তরের নীচ তলায় একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত বাক্সটির অবস্থান সম্পর্কে সকলকে জানানোর লক্ষ্যে ভবনের প্রতি তলায় ছোট নির্দেশক চিহ্ন সম্বলিত বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

● অভিযোগকারী লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে পারেন।

● Complaint কমিটির সভা প্রতি তিন মাস পরপর অনুষ্ঠিত হয়।

● কর্মস্থলে যৌন হয়রানী প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে সদর কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ে Complaint কমিটি রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা

৩। <u>অটিজম বিষয়ক :</u>

● অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ে উপপরিচালক (জেলা) ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস ও অটিজম দিবসে অধিদপ্তরের ভবন আলোকসজ্জা

৪। <u>মানব পাচার প্রতিরোধ:</u>

● মানব পাচার প্রতিরোধে উপপরিচালক (জেলা) ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সচেতন করেন।

৫। <u>জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) সংক্রান্তঃ</u>

● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) এর সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

নারী উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে নারী ইস্যুভিত্তিক ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদি তৃণমূল পর্যায়ে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে এবং সদর কার্যালয় সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা সহায়তা কর্মসূচিসমূহে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন করা হয়।

১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন উপজেলাগুলোর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নেবর্ণিত অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

- ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা।
- সকাল ৬:৩০ টায় মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ১৫ আগস্ট দিনের শুরুতে ১০ জন মাওলানা কর্তৃক কোরআন খতম ও দোয়ামাহফিল এর আয়োজন করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কোরআন খতম ও দোয়ামাহফিল

জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গমাতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের (সদর কার্যালয়) কর্মকতা/ কর্মচারীদের কন্যা শিশুদের সমন্বয়ে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মেধাবী সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেধাবীদের সংবর্ধনা

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন।

বেগম রোকেয়া দিবস

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ০৯:৩০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পদক প্রাপ্তদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি এবং সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন মহিয়সী নারীকে ‘বেগম রোকেয়া পদক ২০২২ সম্মাননা প্রদান করেন।

বেগম রোকেয়া দিবস ও বেগম রোকেয়া পদক ২০২২ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

মহান বিজয় দিবস

১৬ ডিসেম্বর ‘‘মহান বিজয় দিবস’’ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

‘‘মহান বিজয় দিবস’’ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

‘‘মহান বিজয় দিবস’’ এ অধিদপ্তরের ভবন আলোকসজ্জা

এ ছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাসহ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সদর কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে জেলা/ উপজেলায় জাতীয় কর্মসুচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

যে সকল জেলায় মহিলা সহায়তা কেন্দ্র, নারী হেফাজতী কেন্দ্র, আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে সে সকল জেলায় ১৬ ডিসেম্বর উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন

“ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ” উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ অধিদপ্তর ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং ৩২ নং ধানমন্ডিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অপর্ণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

“আন্তর্জাতিক নারী দিবস” নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দিন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ৮ মার্চ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিকাল ৩:০০টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর হতে শুরু হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যাবস্থাপনা অধিদপ্তর, জয়িতা ফাউন্ডেশনের উপপরিচালকের কার্যালয় ঢাকা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সমিতিসমূহ, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন এবং এনজিও সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করে।

নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রা

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৯শে মার্চ বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধূরী এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Mr. Gwyn Lewis, UN Resident Co-ordinator Bangladesh. উক্ত অনুষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনে ৫টি ক্যাটাগরীতে ৫জন সফল নারীকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

৫ টি ক্যাটাগরীতে ৫ জন সফল নারীকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান

সম্মাননা গ্রহনের কিছু স্থিরচিত্র

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

“১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস” উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতার ম্যুরালে ও প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে জন্ম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

“২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস” ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। এ ছাড়া মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

মা দিবস

সারা বিশ্বে মে মাসের ২য় রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় “বিশ্ব মা” দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারিভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়সহ উপজেলা কার্যালয় সমূহে মা’দিবস উদযাপন করা হয়।

লাইব্রেরি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনসংযোগ শাখায় সংযুক্ত লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বিভিন্ন আইন বিষয়ক (চাকুরি বিধিবিধান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন), প্রশিক্ষণ বিষয়ক, কম্পিউটার, জেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বই-পুস্তক মহিলা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন
ও
কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উন্মোচন করে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহিলারা ঋণের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারি ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া এ ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন- স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, জন্ম নিবন্ধন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টিকা ইনজেকশন প্রদান, বিশুদ্ধ পানি পান, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়ে থাকে।

বিবরণঃ ''মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম'' কর্মসূচিটি ২০০৩-০৪ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঋণ প্রদানের হার সর্বোচ্চ ০২ (দুই) লক্ষ টাকা (ডিসেম্বর ২০২২ থেকে)। ২০০৩-০৪ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ৬১২৮.২০ লক্ষ (একষট্টি কোটি আটাশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা। উক্ত টাকা ক্রমপুঞ্জিত ভাবে ঘূর্ণায়মান আকারে ১৬৯৪৮.২৬ লক্ষ (একশত উনসত্তর কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা ১,৫৮,৩৯১ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং মোট আদায় হয়েছে ১৩৩৭০.১৫ লক্ষ (একশত তেত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকা। আদায়ের হার ৭৮.৮৮%।

চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র

(Employment Information Center)

কার্যক্রমের বিবরণঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ চাকুরি প্রত্যাশী নারীদের নাম নিবন্ধনপূর্বক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে তাদের আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরি প্রত্যাশী নারীদের চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

ক্র:নং	কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
১।	নিবন্ধিত নারীর সংখ্যা - ০০	জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩	
২।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত নিবন্ধিত নারীর আবেদন পত্রের সংখ্যা - ০০		
৩।	যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত মহিলাদের আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা - ০০		
৪।	চাকুরি প্রাপ্তির তথ্য প্রদানকারী নারীর সংখ্যা - ০০		

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জন আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদ নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এবং প্রতিরোধ সেল কাঠামো

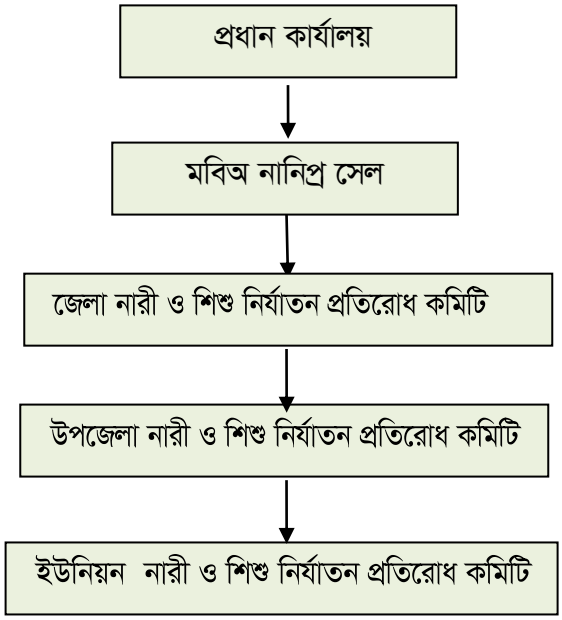

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

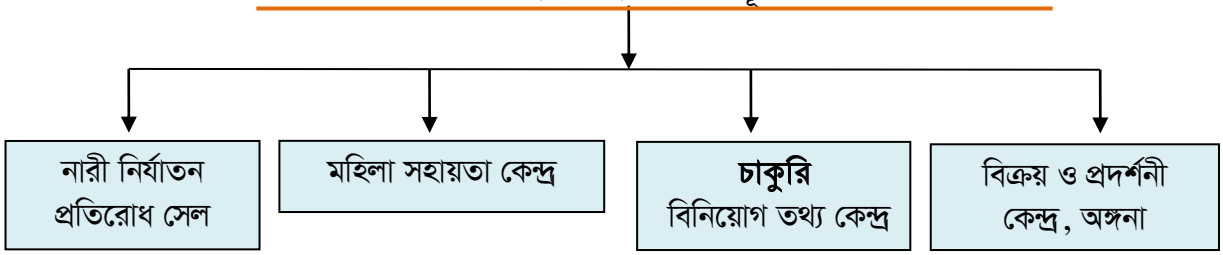

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

মহিলা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ৬ টি বিভাগীয় শহরে ২টি কার্যক্রম রয়েছে। যথা-

ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল**

খ) **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র।**

ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** : এই সেলের মাধ্যমে দেশের দু:স্থ, অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক কলহ মিমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, স্ত্রী ও সন্তানের ভরনপোষণ আদায়, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর ও সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়।

খ) **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র** : এই কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার ও আশ্রয়হীন মহিলাদের বিনা খরচে অভিযোগ/মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৬(ছয়) মাস, বিশেষ প্রয়োজনে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ৩ মাস এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ৩ (তিন) মাস মোট ১ (এক) বছর অনুর্ধ ১২ বছরের দুটি সন্তানসহ আশ্রয় প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন বিনা খরচে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ট্রেডে (সেলাই, কাটিং, উল নিটিং ও এমব্রয়ডারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকৃত অগ্রগতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান (বছরওয়ারী)

অর্থবছর	আইনি সহায়তা	দেনমোহরানা বাবদ আদায় (টাকায়)	আশ্রয়সহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান
২০১০-২০১১	১৯৯২	৬৪,৩৭,৭৪৯/-	১৭২
২০১১-১২	৮৮৬	৪২,৯৭,৩৬০/-	১৬০
২০১২-১৩	৮৬৪	৮১,৮৭,২৫০/-	৩০৬
২০১৩-১৪	৯৭১	৭৭,৪৯,০১৭/-	২৭৫
২০১৪-১৫	১১২২	১,১৬,৪১,৮০২	৩৬৭
২০১৫-১৬	১৩৩৪	৯০,৩৯,৫০৭/-	২৮৯
২০১৬-১৭	১০০০	১,০৬,১২,৭০০/-	৩২৫
২০১৭-১৮	৮৬৬	১,৪০,৩১,১০০/-	২৬৫
২০১৮-১৯	৮৯৮	১০৭,৬৫,০০০/-	২৭০
২০১৯-২০	৯৯৯	৭৭,৩১,৭০০/-	২৩৬
২০২০-২১	৯৭৪	১০৩২১৬৮৫	১৩৭
২০২১-২২	৯০৫	১,৩০,৭৬,১০০/-	২৭১
২০২২-২৩	১১৯৬	১,৪৬,০৯,৮০২/-	২১৭

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র,গাজীপুর

১.	কর্মসূচির নাম	:	মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪.	অবস্থান	:	গাজীপুর জেলাধীন জয়দেবপুর উপজেলার মোগরখাল মৌজায় নিজস্ব ভবন।
৫.	অর্থবছর	:	২০২২-২০২৩
৬.	বরাদ্দ	:	৯৩.৪৫ (তিরানব্বই লক্ষ পঁয়তল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা
৭.	অবস্থানকারী হেফাজতীদের ধরণ	:	মূলত আদালত হতে প্রেরিত বিভিন্ন মামলার ভিকটিম/হেফাজতিগণ (বাড়ি হতে পালায়ন, হারানো, ধর্ষণ, হত্যা মামলার সাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) কেন্দ্রে হেফাজতি হিসাবে অবস্থান করেন।
৮.	কেন্দ্রের ধারন ক্ষমতা	:	আদালত হতে প্রেরিত ১০০ জন হেফাজতির ধারন ক্ষমতা এ কেন্দ্রের রয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় সর্বমোট ২০টি রুমে ০৫ জন করে বর্তমানে মোট ১০০ জন হেফাজতি অবস্থানের সুযোগ রয়েছে।
৯.	উদ্দেশ্য	:	➢ হেফাজতি মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ➢ বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। ➢ নির্ধারিত শুনানির দিনে নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ➢ কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সহ সম্ভব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা । ➢ মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।
১০.	প্রদত্ত সেবা সমূহ	:	➢ আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতিদের বিচার চলাকালীন সময়ে আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ➢ নির্ধারিত শুনানির দিনে নিজস্ব যানবাহনে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা সহ নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়। ➢ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। ➢ বিশেষ বিশেষ দিবসে হেফাজতিদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ হেফাজতিদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
১১.	জনবল		বর্তমানে কর্মসুচির নিয়োগপ্রাপ্ত ১ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী কর্মরত। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ১ জন কর্মকর্তা, ২ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী সংযুক্তিতে কর্মরত এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৯ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী সর্বমোট ১৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী দ্বারা আবাসন কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।
১২.	অগ্রগতি	:	কর্মসূচির শুরু থেকে জুলাই /২০০৩- জুন/২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৪২৬ জন হেফাজতীদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে বিনামূল্যে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৩১২ জন হেফাজতীদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে বিনামূল্যে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রে জুন/২০২৩ এ ১৮ জন হেফাজতী অবস্থান করছে। ঢাকা ও বিভিন্ন জেলার মহামান্য আদালতে আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত হেফাজতীদের মামলা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা
ও
সেবা প্রদান

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক হারে নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ০৯টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপদ আবাসন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহ ঢাকা (নীলক্ষেত, খিলগাঁও, মিরপুর-১), গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা, সাভার উপজেলার বড় আশুলিয়া এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে অবস্থিত।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০৯টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে মোট সিট সংখ্যা ২৭২৪টি (গেস্ট সিটসহ) এবং ২,১৪১ জন কর্মজীবী মহিলাকে আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘নীলক্ষেতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪৫টি সিট বিশিষ্ট ১টি নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। সেপ্টেম্বর/২০২২ হতে নবনির্মিত হোস্টেল ভবনে বোর্ডারদের সিট বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২৮/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর বাছাই কমিটির সুপারিশ ও মাননীয় সভাপতির সদয় নির্দেশনা মোতাবেক নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হেস্টেল এর নাম ‘‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা’’ নামে নামকরণ করার অনুমতি পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর নাম ‘‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা’’ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটিতে মোট ৭৪৮ জন বোর্ডারকে নিরাপদ ও অস্থায়ী আবাসন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘নীলক্ষেতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোর এ বিদ্যমান ০৪টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চট্টগ্রাম

চিত্র: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, রাজশাহী

চিত্র: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খুলনা

চিত্র: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, যশোর

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, মিরপুর-১, ঢাকা ৩য় তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত এবং বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খিলগাঁও, ঢাকা ৪র্থ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২টি হোস্টেলের ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের ফলে উভয় হোস্টেলে অতিরিক্ত ৫৫৮ জন কর্মজীবী মহিলার আবাসন ব্যবস্থা হয়েছে।

চিত্র: খিলগাঁও হোস্টেলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারিত ভবন

চিত্র: মিরপুর হোস্টেলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারিত ভবন

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের (৬মাস থেকে ৬বছর পর্যন্ত) দিবাযত্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়েদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র' পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রে সকাল ৮:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০ টা পর্যন্ত (সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত) সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবার ধরণ:

শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের সুষম খাবার (সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা) প্রদান, প্রাক-স্কুল শিক্ষা প্রদান, ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি তাদের শিষ্টাচার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান। এখানে শিশুদেরকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, শিশুদের মানসিক বিকাসে জন্য গান, কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা ও টিভি দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

রাজস্ব খাতে দু'ধরণের ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু রয়েছে।

ক) **নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** ৩৩টি নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।
খ) **মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** ১০টি মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছর (অংক সমূহ শতক টাকায়)

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২২-২০২৩		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১)	কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।	২১,৮৪,০৪	১৭,৯৯,৬৪	৮০	৫৪
২)	মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১/৬-এ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।			৮০	৩৯
৩)	আজিমপুর নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।			৮০	৩৩
৪)	মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫৫৩, নয়াটোলা রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।			৮০	২৯
৫)	রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৬৭/এ, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।			৮০	৩৩
৬)	যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে) খিলগাঁও, ঢাকা।			৮০	৩৫
৭)	ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	২১/বি, বাহাদুরলেন, ফরিদাবাদ, শ্যামপুর, ঢাকা।			৮০	৭০
৮)	কামরাঙ্গীরচর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৪৯, বড়গ্রাম, আলীনগর, চেয়ারম্যান বাড়ী, চৌরাস্তা, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।			৮০	৩৭
৯)	টঙ্গী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৩নং চেরাগআলী মাতবর রোড দক্ষিন আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।			৮০	৭৭
১০)	নারায়ণগঞ্জ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া , চানমারী, নারায়ণগঞ্জ।			৮০	৬৮
১১)	ফেনী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং ২১৩, এস, এস, কে রোড, ফেনী।			৮০	৬৮
১২)	ময়মনসিংহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া,			৮০	৪৬

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২২-২০২৩		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
		ময়মনসিংহ।				
১৩)	বি-বাড়িয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫০১, মাদারল্যান্ড হাউজ, মধ্যপাড়া, বি-বাড়িয়া।			৮০	৪৫
১৪)	ফরিদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ইয়াছিন সড়ক, ৮৫ ভাটি লক্ষিপুর, কোতয়ালী, ফরিদপুর।			৮০	৭০
১৫)	যশোর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	জে/১২, সেক্টর-৭, নতুন উপশহর, যশোর।			৮০	২৪
১৬)	কুষ্টিয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ঝিনাইদহ রোড, পূর্ব মজমপুর, সাদ্দাম বাজার (দারুস সেফা), কুষ্টিয়া।			৮০	২৫
১৭)	পাবনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং-১৩৬/১, সবেদা বাগান, পৈল্যানপুর, পাবনা।			৮০	৫১
১৮)	বগুড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-১৮৫৮, সাং-ফুলবাড়ী দ: পাড়া, বকুলতলা, বগুড়া।			৮০	৭৪
১৯)	কুমিল্লা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ্যাডভোকেট কাশেম এর বাড়ী, পুরাতন মৌলভীপাড়া, চকবাজার, কুমিল্লা।			৮০	২১
২০)	দিনাজপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১২১/১৯৬৯, লালবাগ, দিনাজপুর।			৮০	৭৫
২১)	শ্রীমঙ্গল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৭/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার।			৮০	২৫
২২)	চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-৬১, রোড নং-০১, মোমেনবাগ আবাসিক এরাকা, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম।			৬০	৪০
২৩)	রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-৯২, নতুন ষ্টেডিয়াম রোড, রাজশাহী।			৬০	৫৯
২৪)	খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫ নং শেরে বাংলা রোড, খুলনা।			৬০	৫৬
২৫)	বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বি এম, কলেজ রো, বরিশাল।			৬০	৪৫
২৬)	সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১৩৪৯-০৫, আজিজ কটেজ, সেবক-২৩, রায়নগর, সিলেট।			৬০	৫১
২৭)	মিরপুর-১০ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-১১৯৬, পূর্ব মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।			৫০	৪২
২৮)	সাভার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	মেহেদী প্যালেস, ৭/১ ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯, নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।			৫০	৩৯
২৯)	জিগাতলা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-০৫, রোড নং-০৪, ঝাউচর বাজার, হাজারীবাগ, জিগাতলা, ঢাকা।			৫০	৪০
৩০)	ডেমরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খাজা টাওয়ার, হোর্ডিং নং-২০০, হাজী নাসির উদ্দিন, ১নং গেইট, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ভাঙ্গা প্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।			৫০	৩২
৩১)	আদাবর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং- ৫৩/৫৪, রোড নং-১৬, সুনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।			৫০	৪৬
৩২)	বাড্ডা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১১০৫, খিলবাড়িরটেক, বাড্ডা, ঢাকা।			৫০	৪১

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২২-২০২৩		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
৩৩)	গাবতলী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ/৫৫, তৃতীয় কলোনী লালকুঠি, মিরপুর মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা।			৫০	৩৪
৩৪)	নাখালপাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন (সংসদ সদস্যদের বাসভবন কক্ষ নং-২১ ও ২২), নাখালপাড়া, ঢাকা।			৫০	২২
৩৫)	প্লানিং কমিশন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্লানিং কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।			৫০	২৫
৩৬)	রাজারবাগ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।			৫০	১৮
৩৭)	উত্তরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৬/এ, রোড নং-২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।			৫০	২৬
৩৮)	সচিবালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ভবন নং-১০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			৫০	৪২
৩৯)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (মধ্যবিত্ত)	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, ঢাকা।			৫০	২২
৪০)	এজিবি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	গ্যারেজ বিল্ডিং, ৩য় তলা, এজিবি, ঢাকা।			৫০	২৪
৪১)	খিলগাঁও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে) খিলগাঁও, ঢাকা।			৫০	২৩
৪২)	মিরপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা (ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের পাশে)।			৫০	৩৪
৪৩)	মবিঅ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৭ম তলা, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, মবিঅ, ঢাকা।			৫০	১৭
			২১,৮৪,০৪	**১৭,৯৯,৬৪**	**২৮৩০**	**১,৭৬৮**

- রাজস্ব খাতে পরিচালিত মধ্যবিত্ত ১০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ৫০০/- টাকা , ভর্তি ফি ৫০০/- টাকা।
- রাজস্ব খাতে পরিচালিত ৩৩টি নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা , ভর্তি ফি ১০০/- টাকা।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কিছু ছবি

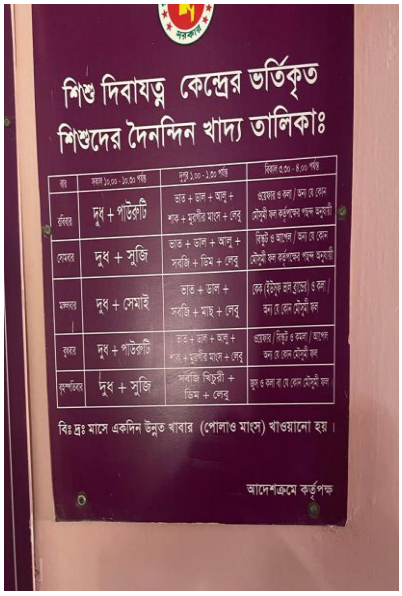

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ভর্তিকৃত শিশুদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাঃ

বার	সকাল ১০.০০ - ১০.৩০ পর্যন্ত	দুপুর ১.০০ - ১.৩০ পর্যন্ত	বিকাল ৩.৩০ - ৪.০০ পর্যন্ত
রবিবার	দুধ + পাউরুটি	ভাত + ডাল + আলু + শাক + মুরগীর মাংস + লেবু	ওয়েফার ও জল / জন্য যে কোন মৌসুমী ফল কর্তৃপক্ষের পছন্দ অনুযায়ী
সোমবার	দুধ + সুজি	ভাত + ডাল + আলু + সবজি + ডিম + লেবু	খিচুড়ি ও আখের / জন্য যে কোন মৌসুমী ফল কর্তৃপক্ষের পছন্দ অনুযায়ী
মঙ্গলবার	দুধ + সেমাই	ভাত + ডাল + সবজি + মাছ + লেবু	কেক / বিস্কুট ফ্রুট্রোজ ও জল / জন্য যে কোন মৌসুমী ফল
বুধবার	দুধ + পাউরুটি	ভাত + ডাল + আলু + শাক + মুরগীর মাংস + লেবু	ওয়েফার / খিচুড়ি ও জল / আখের জন্য যে কোন মৌসুমী ফল
বৃহস্পতিবার	দুধ + সুজি	সবজি খিচুরী + ডিম + লেবু	ফ্রুট ও জল বা যে কোন মৌসুমী ফল

বিঃ দ্রঃ মাসে একদিন উন্নত খাবার (পোলাও মাংস) খাওয়ানো হয়।

আদেশক্রমে কর্তৃপক্ষ

দিবাযত্ন কেন্দ্রের কিছু ছবি

উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

১। প্রকল্পের নামঃ "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প"

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ

- ৪৩১টি উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ০২ (দুই) টি করে ট্রেড)।
- ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে (প্রতিটি জেলায় ০১ (এক) টি করে ট্রেড)।
- ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে (০১ (এক) টি ট্রেড মোটর ড্রাইভিং)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে ৩,৮১,২৫০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ৩,৮১,২৫০ জন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপনণের সুযোগ তৈরি।
- দরিদ্র-সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

(ক)"উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প" এর মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের ০৩ (তিন) মাস ব্যাপী প্রতি উপজেলায় ০২ (দুই) টি ট্রেডে ২৫+২৫=৫০ জন এবং জেলা পর্যায়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিআরটিসি) এর মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন মহিলাকে মটর ড্রাইভিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া সফলভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিত্র) কর্তৃক শিক্ষানবিস ও পেশাদার লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

(খ) আইজিত্র প্রকল্প হতে ৩মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্তে প্রশিক্ষণাথীদের দৈনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে (প্রতিদিন ২০০ টাকা করে) ৬০ কর্মদিবসে সর্বমোট ১২,০০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণাথীদের কাজের ক্ষেত্র ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপণনের জন্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা শহরে সেলস ও ডিসপ্লে সেন্টার এবং ২০টি জেলা শহরে বিউটিপার্লার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত প্রকল্প ২য় পর্যায়ে অনুমোদনের চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন।

আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	মন্তব্য
১।	ফ্যাশন ডিজাইন	উপজেলা পর্যায়ে (প্রতি উপজেলায় ০২টি করে ট্রেড)
২।	বিউটিফিকেশন	
৩।	ভার্মি কম্পোস্ট, মাশরুম ও মৌচাষ	
৪।	শতরঞ্জি ও হস্তশিল্প	
৫।	ক্রিস্টাল শো পিস ও ডেকোরেটেড কেন্ডেল মেকিং (মোমবাতি)	
৬।	ফুড প্রসেসিং	
৭।	বেবি কেয়ার ও হাউজ কিপিং	
৮।	কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	জেলা শহরে (০১টি করে ট্রেড)
৯।	কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম	
১০।	মোটর ড্রাইভিং	বিভাগীয় শহরে (০১টি করে ট্রেড)

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি-২০১৭ থেকে জুন -২০২৩ ।
প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮টি বিভাগীয় শহর, ৬৪ টি জেলা ও ৪৩১ টি উপজেলায় সর্বমোট ৭২,০১০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু হতে মে -২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৭৭,১৭০ (তিন লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত সত্তর) জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৯৩%।

আইজিএ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) নারী উদ্দ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া অনেক প্রশিক্ষণার্থী এ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ পাওয়া যায় ১৬৯৮২.০০ লক্ষ টাকা। মে/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪১৮৩.৪১ লক্ষ টাকা । আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৫২%।
- প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬৩৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৪২%।

আইজিএ প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।

আইজিএ প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।

আইজিএ প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।

২। প্রকল্পের নাম: কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বাংলাদেশের ৪৯২ টি উপজেলায় ৪৮৮৩ টি ক্লাব (৩৩০ টি পৌরসভায় এবং ৪৫৫৩ টি ইউনিয়নে) চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা এবং Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে কিশোর কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।
- Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR) এবং Gender Based Violence (GBV) বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস করা।
- ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে SRHR/GBV প্রতিহত করার লক্ষ্যে অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মনো-সামাজিক আচরণ, একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক, সমভাবাপন্ন, SRHR প্রতিহতকরণে দক্ষতা উন্নীতকরণ এবং GBV প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর- কিশোরীদের বিভিন্ন সৃজনশীল, গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এছাড়া ক্যারাটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ক্লাব ভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্ত, সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখাসহ সমসয়সী ও অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ।
- প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮৩ টি ক্লাব স্থাপন করা হবে এবং ক্লাবের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৪৩৯৪৭০ জন কিশোর-কিশোরীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।
- প্রকল্পের আওতায় ২৯৪৬ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তক বাস্তবায়নাধীন কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রতিটি পৌরসভায় একটি করে সর্বমোট ৪৮৮৩ টি (৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন ও ৩৩০ টি পৌরসভা) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবে ৩০ জন সদস্য রয়েছে যাদের বয়স ১০-১৯ বছর। এর মধ্যে ২০ জন কিশোরী ও ১০ জন কিশোর রয়েছে। ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেন্ডার প্রোমোটার, সংগীত শিক্ষক ও আবৃত্তি শিক্ষক রয়েছে। ক্লাবের মাধ্যমে ক্লাব সদস্যদেরকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, যৌতুক, ইভটিজিং, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, আইনি সহায়তা প্রদান, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা বিবেচনায় নাস্তায় সিদ্ধ ডিম সাথে কেক/বাটার বন/মৌসুমী ফল/মিষ্টি/দই/জুস সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মেয়াদঃ এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৫৬.২৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের শুরু থেকে (মার্চ ২০১৮ হতে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত) ৮ টি বিভাগ, ৬৪ টি জেলা এবং ৪৯২ টি উপজেলা পর্যায়ে সর্বমোট **২৯২,৯৮০** জন কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.৬৭%।
- কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৯৮৪ (নয়শত চৌরাশি) জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য এডিপি বরাদ্দ ১১৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা। জুন-২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৬১৯.৫৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৬৪%।
- প্রকল্পের শুরু হতে (এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত) মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৮৭৪.৩১ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের ব্যয় ৫৫১৫৬.২৭ এর ৫২.১১%।

৩। প্রকল্পের নামঃ "সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ"

প্রকল্প এলাকাঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম
নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী
গাজীপুর	কালীগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া

প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন ও ই-মেইল নম্বরঃ

নামঃ মোঃ আবুল কাশেম,
ফোনঃ ০২-৪৮৩১৩৫৮২, ০১৭১১৫৮৬০৬২ (মোবাইল)
ই-মেইলঃ abulkashem812@gmail.com

বাস্তবায়ন কালঃ ক) শুরুঃ জুলাই' ২০১৪ খ) সমাপ্তঃ জুন' ২০২৩।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

প্রকল্পের অর্থায়নঃ

মোট(লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিবিত অগ্রগতি (শুরু থেকে জুন' ২০২৩ পর্যন্ত)			আর্থিক অগ্রগতি (জুলাই ২০২২- জুন' ২০২৩)			দাতা সংস্থার নাম
			মোট	আর্থিক	বাস্তব	মোট	আর্থিক	বাস্তব	
৫২৪৯.৭০	৫২৪৯.৭০	০	৫২১০.০২	৫২১০.০২	৯৯.২৪%	৪৯৬.২৪	৪৯৬.২৪	৯.৪৫%	

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১। বৃত্তিমূলক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর নারীদের জীবনমান উন্নয়ন;
০২। নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ;
০৩। কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরীতে প্রবেশের যোগ্য করে তোলা;
০৪। তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
০৫। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১। প্রথম ৩য় বছরে প্রশিক্ষণ কাম-হোস্টেল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা;
০২। বার্ষিক ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
০৩। অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
০৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মসংস্থান ও চাকুরি লাভে সহায়তা করা;

প্রকল্পের অধীন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি (জুন-২০২৩):

প্রকল্পের আওতায় ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের **অ্যাফিলিয়েশনভুক্ত হয়েছে।** National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) আওতায় Level- 1, 2 ও 3 এর সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন' ২০২৩ পর্যন্ত ২৪৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলছে। কেন্দ্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:	
কালীগঞ্জ কেন্দ্রে ক) পেস্ট্রি এন্ড বেকারি প্রোডাকশন-৩৫১ জন খ) সুইং মেশিন অপারেশন- ৫৮৩ জন	৯৩৪ জন
সোনাইমুড়ী কেন্দ্রে ক) কম্পিউটার অপারেশন-২৭১ জন খ) সুইং মেশিন অপারেশন- ২৩৪ জন	৫০৫ জন
আড়াইহাজার কেন্দ্রে ক) কম্পিউটার অপারেশন-২৪৫ জন খ) সুইং মেশিন অপারেশন-২৬০ জন	৫০৫ জন
মঠবাড়ীয়া কেন্দ্রে ক) কম্পিউটার অপারেশন- ২১৩ জন খ) সুইং মেশিন অপারেশন- ২৯২ জন	৫০৫ জন

<u>উপকারভোগীর সংখ্যাঃ</u>

ক) ০৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বছরে ৩ মাস মেয়াদী ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হবে; যার মাধ্যমে বার্ষিক (৫০ জন ০৪ কেন্দ্র) = ৮০০ জন হিসেবে ০৩ বছরে ২,৪০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

খ) উপকারভোগীর সামাজিক/পারিবারিক/আর্থিক পরিবর্তন (প্রকল্প সমাপনান্তে):

- ✓ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন হবে;
- ✓ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;
- ✓ অনগ্রসর নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে চাকুরির বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।
- ✓ নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কিছু ছবি

৪। প্রকল্পের নামঃ **২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প**

অর্থনৈতিক কোড নম্বর	: ২২৪০২৬৬০০
বাস্তবায়নকাল	: মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	: ১০/১০/২০১৬
বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু	: ১৫/১২/২০১৬
মোট প্রাক্কলিত বাজেট	: ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা
ব্যয় না বাড়িয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির তারিখ	: ০৮/০৭/২০২১
সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত বাজেট	: ৬৮৮৬.৪৯৮ লক্ষ টাকা
সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	: মার্চ/২০২৩ হতে জুন/২০২৫
তহবিলের উৎস	: বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ

ঢাকা জেলার ভিতরে ১০টি কেন্দ্র	ঢাকা জেলার বাহিরে ১০টি কেন্দ্র
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় (আগারগাঁও), ভূমি ভবন (তেজগাঁও), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (মহাখালী), বিসিআইসি ভবন (মতিঝিল), ধানমন্ডি, রায়েরবাজার, কাঁঠাল বাগান, মুগদা, সড়ক ভবন ও আশুলিয়া।	টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার ও ভোলা।

১. প্রকল্পের লক্ষ্য : কর্মজীবী নারীদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে কাজ করার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

২.১ কর্মজীবী নারীর ৪ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যা।

২.২ শিশুদের যথাযথ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান।

৩. লক্ষ্যভুক্ত শিশুর সংখ্যা : প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৬০ জন করে মোট ১২০০ জন শিশু।

৫। প্রকল্পের নামঃ "মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ" প্রকল্প

উদ্দেশ্য

- মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় অনগ্রসর স্বল্পশিক্ষিত নারীদের আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা।
- কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা।
- শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার সুবিধা প্রদান করা।

প্রকল্পের মেয়াদ

❖ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৪।

প্রকল্প এলাকা

❖ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা।

মোট উপকারভোগী (ভবন নির্মাণ শেষে)

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী।
- হোস্টেল: ৫৪ জন নারী।
- ডে-কেয়ার সেন্টার: ২৫ জন শিশু।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
- টাইলস লাগানোর কাজ চলমান রায়েছে ।
- ফেসিং ব্রিক্স লাগানোর কাজ চলমান ।
- ইলেকট্রিক লাইনের কাজ চলমান রয়েছে।
- স্যানিটারি গ্রুপ কাটার কাজ চলছে।
- বাউন্ডারি ওয়াল নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১১৪৩.০০ লক্ষ টাকা।
- জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৭৪৮.০৮ লক্ষ টাকা (৬৬%)।

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

৬। প্রকল্পের নামঃ আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প

পটভূমি : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম কম্পোনেন্ট হচ্ছে; প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এককালীন নগদ সহায়তা প্রদান, যার মাধ্যমে অতি দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র অবস্থা থেকে উত্তোরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি চলমান ভিডাব্লিউডি কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ দূরিকরণে সহায়তা করবে। জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আইসিভিজিডি'র পাইলটিং প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সফলতার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইসিভিজিডি প্রকল্পটির গৃহীত কার্যক্রম বিস্তৃত আকারে বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ ভিডাব্লিউডি চক্রের ১০ লক্ষ ৪০ হাজার অতি দরিদ্র ভিডাব্লিউডি উপকারভোগী মহিলাদের মধ্য হতে দেশব্যাপী ১ লক্ষ ভিডাব্লিউডি মহিলাকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে বিবিএস, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির জরিপ এবং উপকারভোগী নির্বাচনে বিবিএস এর ২০১৫ সালের এইচ আই ই এস (HIES) ২০১৫ এর সার্ভে অনুসরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলা সমূহ নির্বাচনে নদীভাংগন এলাকা, চর এলাকা, যানবাহন স্বল্পতা এবং অকার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অধিক বেকারত্ব এবং বন্যা, খরা, সাইক্লোন এবং টর্নেডো প্রবণ এলাকাকে বিবেচনা করা হয়েছে। চলমান আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এ প্রোগ্রামের আওতায় এক লক্ষ অতি দরিদ্র মহিলার দারিদ্র মুক্তি ঘটবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর জুলাই/২০১৯ থেকে জুন/ ২০২৫ মেয়াদে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(আইসিভিজিডি)-২য় পর্যায় প্রকল্পের" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় কর্তৃক সংশোধন করা হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরো দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ।

উদ্যোগী মন্ত্রনালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

কর্মএলাকা: ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলা।

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : মূল : ৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা; (জিওবি: ৩০০৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা, পিএ: ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা)।

সংশোধিত: ৩২৭৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা; (জিওবি: ৩০৯৯৮.৬৯ লক্ষ টাকা, পিএ: ১৭৭৫.১৯ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই/২০১৯ – জুন/২০২৫।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> :

১। অতি দরিদ্র মহিলাদের এবং তাদের পরিবারকে স্থায়ীভাবে অতি দারিদ্রতা থেকে উত্তরনে সহায়তা করা।

২। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ১০০০০০ অতি দরিদ্র ভিডাব্লিউডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে ভিডাব্লিউডি চক্রের আওতায় খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে টেকসই জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। ১০০০০০ অতি দরিদ্র ভিডাব্লিউডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের সুযোগ তৈরী করে দেয়া।

৪। ১০০০০০ ভিডাব্লিউডি উপকারভোগী মহিলা ও তাদের পরিবারকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহনের অভ্যাস তৈরী করা।

৫। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়ন সাধন করে অতি দরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারকে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রুপান্তর করা।

<u>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি :</u> ২০২২-২০২৩ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ: ৩৭৫৬.৯০ লক্ষ; জিওবি: ৩৬৪৭.৯০ লক্ষ টাকা; পিএ: ১০৯.০০ লক্ষ টাকা।

জুলাই/২২ - এপ্রিল/২৩ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত : ৩৩১.১০ লক্ষ; জিওবি: ২৬১.০৬ লক্ষ টাকা; পিএ: ৭০.০৪ লক্ষ টাকা।

জুলাই/২২ - এপ্রিল/২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় : ১০২.১৬৬ লক্ষ টাকা ; জিওবি: ৩২.১২৬ লক্ষ টাকা; পিএ: ৭০.০৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প শুরু থেকে এপ্রিল/২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় : ১৭৪৩.১৮৪ লক্ষ টাকা ; জিওবি: ১১৯.৬৪৪ লক্ষ টাকা; পিএ: ১৬২৩.৫৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি :

১। ১০০০০০ উপকারভোগী নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপকারভোগীদের নিয়ে ইনসেপশন ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫। আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের মাঝে কার্ড বিতরণ এর লক্ষ্যে আইসিভিজিডি কার্ড মূদ্রণ পূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

৮। প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল সমূহের উপর মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯। প্রকল্পের ডিপিপিতে বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূরিকরণের লক্ষ্যে DPEC মিটিং করা করা হয়েছে। এবং DPEC মিটিং এর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের প্রাপ্য সেবা: ১। ১,০০,০০০ মহিলা জনপ্রতি প্রতিমাসে সিলযুক্ত ব্যাগে ৩০.৩০ কেজি পুষ্টি চাল ।

২। নিবিড় প্রশিক্ষণ (জীবন দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ) নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে।

৩। প্রশিক্ষণ শেষে সুবিধাভোগী এক লক্ষ মহিলা প্রত্যেকে এককালীন ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান পাবে, যা তাদের নিজ ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার হবে।

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম: প্রকল্পের আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি প্যাকেজে ৮টি বিভাগের আওতায় এনজিও নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনজিও নির্বাচন সম্পন্ন হলে, নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে উপকারভোগী দু:স্থ মহিলাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ (জীবন দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ) প্রদানের পর এক লক্ষ মহিলা প্রত্যেকে এককালীন ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান পাবে।

৭। প্রকল্পের নাম: "Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (Phase-II)"

উদ্যোগী মন্তণালয়	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
বাস্তবায়ন কাল	:	০১জানুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
প্রকল্পের মোট ব্যয়	:	মোট: ৯৯৯.৬৮ লক্ষ টাকা । জিওবি: - ১৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্য: ৯৯৭.৭৬ (UNFPA)
প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহট, পটুয়াখালী, নড়াইল, নওগাঁ, রাজশাহী এবং চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলা।
মোট উপকারভোগী	:	৮৩৪০ জন বিবাহিত –অবিবাহিত কিশোরী।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	কিশোরী বিবাহিত -অবিবাহিত মেয়েদের জন্য বিনিয়োগ ও সমর্থন বৃদ্ধি এবং এই সমর্থনের উপকারিতা দৃশ্যমানকরে বাল্য বিবাহের মোকাবেলায় কর্মের গতি বাড়ানো।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য উপ পরিচালক বরাবর অর্থ ন্যস্ত করা হয়েছে। **যৌ**নহয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সভা, কমিউনিট এনগেজমেন্ট সভা এর কে,আর,সি ম্যানেজমেন্ট সভা আয়োজনের জন্য অর্থ ন্যস্ত করা হয়েছে।

আর্থিক অগ্রগতি : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ২১৫.০২ লক্ষ টাকা।
: জিওবি : ০.৪৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (UNFPA): ২১৪,৫৪ লক্ষ টাকা
: ১ম কিস্তিতে অর্থ ছাড় (পিএ): ৪৮,৭৩ লক্ষ টাকা
: ১ম কিস্তিতে অর্থ ব্যয় (পিএ) ৪৬,০৮৮ লক্ষ টাকা।
: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দে আর্থিক অগ্রগতি ২২%।

৮। প্রকল্পের নাম: **উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ)" শীর্ষক প্রকল্প**

ক)	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
খ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গ)	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	:	UNDP বাংলাদেশ অফিস
ঘ)	অর্থায়নে	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও Green Climate Fund
ঙ)	বাস্তবায়নকাল	:	১ জানুয়ারি ২০১৯- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
চ)	অনুমোদিত ব্যয়	:	মোট-২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা, জিওবি-৬৭১৬.০০ লক্ষ টাকা। পিএ-২০৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা।
ছ)	প্রকল্পের এলাকা	:	খুলনা জেলার দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা ।
জ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততার ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা এবং জীবিকার মান উন্নয়ন করা।
ঝ)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ,মোবাইল ও ই-মেইল	:	মো: ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সচিব মোবাইল-০১৭১১-২০০২২৬ ই-মেইল npd.gcaproject@gmail.com

২। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি**

ক)	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ	:	৬৪৫৩.০০ লক্ষ টাকা, জিওবি-১৯৩১.০০ লক্ষ টাকা। পিএ- **৪৫২২** .০০ লক্ষ টাকা।
খ)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন'২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৪২৬.২০ লক্ষ টাকা, জিওবি-১৫৮৮.৭১ লক্ষ টাকা। পিএ-২৭৮৬.৯২ লক্ষ টাকা।

গ)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৬.৯২%
ঘ)	প্রকল্প শুরু থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৫১২৪.৩৫ লক্ষ টাকা, জিওবি-৩৫০২.৭২ লক্ষ টাকা। পিএ-১১৬২১.৬৩ লক্ষ টাকা।
ঙ)	শুরু হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জুন'২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৫.০০%

৩। **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম:**

ক) প্রকল্প এলাকার ৪৩,০০০ জন নারীকে জীবিকা সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান । নির্বাচিত জীবিকা সমূহ হচ্ছে (১) কাঁকড়া চাষ (২) কাঁকড়া নার্সারী (৩) জলচাষ (Hydroponics) (৪) সমন্বিত জলচাষ (Aquageophonics) (৫)কাঁকড়া ও মাছের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (৬) গৃহস্থালী পর্যায়ে সবজি চাষ (৭) তিল চাষ এবং (৮) লবণাক্ত সহিষ্ণু নার্সারী ।

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের সংঘবদ্ধ করে জীবিকায়ন দল/সমিতি গঠন এবং বিপণন ব্যবস্থায় লিংকেজ সৃষ্টি করা।

গ) কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি, পণ্য বাজারজাতকরণ ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের জন্য সহযোগিতা করা।

ঘ) সমাজ ভিত্তিক অডিটিং এর ব্যবস্থা করা।

ঙ) ১০১ টি পূর্ব সতর্কীকরণ নারীদল গঠন, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা।

চ) ১৩,৩০৮ টি পরিবারভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন করা স্থাপন করা।
ছ) ২২৮টি কমিউনিটি ও ১৯ টি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন করা।
জ) ৪১টি পুকুরভিত্তিক পানি শোধনাগার নির্মাণ।

ঝ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও নারী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সমূহ হতে ৪০৫ জন কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১২০ জন কর্মকর্তা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (কিশোর-কিশোরী) ১৫০০ জন এবং অনানুষ্ঠানিক ১৫০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪। **প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি** :

১) প্রকল্প এলাকায় জনশুমারি (Census) এর মাধ্যমে ৬৬,৫৮৯টি পরিবারের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জনশুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পানি ও জীবিকা অংশের জন্য পৃথক সুবিধাভোগীর তালিকা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত আপত্তি/অভিযোগ উপজেলা পর্যায়ে গঠিত অভিযোগ নিরসন (GRM)কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে চুড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

২) ১২৩০টি জীবিকায়ন দল গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১৭৭টি দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং ১০২০টি দলকে জীবিকা উপকরণ (inputs) সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩) প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ৫ টি উপজেলায় লাইভলিহুড কম্পোনেন্টের ৯ টি ব্যাচের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪) ৪১৩১১ জন উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪১৩১১ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে নগদ অনুদান (জীবিকা সহায়তা হিসেবে)-EFT এর মাধ্যমে মোট ১১৮৪.৮১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫) প্রকল্পের আওতায় MIS Application সংক্রান্ত একটি Knowledge Management Information (KM) System, M&E Web-portal, Management Information System(MIS) and Mobile Application তৈরি বিষয়ে ঢাকা ও খুলনায় ১০০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬) খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় ২৫টি কমিউনিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে কমিউনিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

৭) ১৩,৩০৮ টি পরিবার ভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

৮) প্রকল্পের আওতায় ৩৯টি ইউনিয়নে সমাজ ভিত্তিক অডিট টিম (Social Audit Team) গঠন করা হয়েছে।

৯) প্রকল্প এলাকার ১০১ টি ওয়ার্ডে ১০১ টি পূর্ব সতর্কীকরণ নারী দল গঠনপূর্বক তাদের পূর্ব সতর্কীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ২০৭ জন কর্মকর্তাকে Gender-Climate Nexus: Towards Equitable and Inclusive Transformation বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী:

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর	বিবরণ	২০২২-২৩ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ বছরের প্রকৃত ব্যয়	অব্যয়িত
	পরিচালন ব্যয়				
১৩০০২০১	প্রধান কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	৩০,১৮,৫০	২৯,২৫,৫৯	২৫,৪৯,০৬	৩,৭৬,৫৩
১৩০০২০২	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় সমূহ	৪৯,৮২,৫০	৪৯,৫২,৫০	৩৭,৪১,৬১	১২,১০,৮৯
১৩০০২০৩	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় সমূহ	১১৩,৪৩,০০	১১৩,৪৩,০০	৯৫,৯৫,৮০	১৭,৪৭,২০
১৩০০২০৪	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	১৩,৭৫,৫০	১৩,৭৫,৫০	১২,২৩,৮৬	১,৫১,৬৪
১৩০০২০৫	মহিলা সহয়তা কেন্দ্রসমূহ	৬,৭২,০০	৬,৬৫,৩৮	৫,৫৯,২৬	১,০৬,১২
১৩০০২০৬	কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল	৩,৮৪,০০	৩,৭১,১৮	৩,০৭,১৪	৬৪,০৪
১৩০০২০৭	দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ	২২,০৪,০০	২১,৮৪,০৪	১৭,৯৯,৬৪	৩,৮৪,৪০
১৩০০২০৮	কিশোর ও মহিলা নিরাপদ হেফাজতী কেন্দ্র, গাজীপুর	৯৫,৫০	৯৫,৫০	৬২,৬৭	৩২,৮৩
	মোট পরিচালন ব্যয় =	২৪০,৭৫,০০	২৩৯,১২,৬৯	১৯৮,৩৯,০৪	৪০,৭৩,৬৫

পেনশন

মাসের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	মন্তব্য
জুলাই/২০২২	০০	০০	০০	০১	০১	
আগষ্ট/২০২২	০০	০০	০০	০১	০১	
সেপ্টেম্বর/২০২২	০১	০০	০০	০০	০১	
অক্টোবর/২০২২	০০	০০	০০	০০	০০	
নভেম্বর/২০২২	০৩	০০	০১	০৪	০৮	
ডিসেম্বর/২০২২	০০	০০	০০	০০	০০	
জানুয়ারী/২০২৩	০১	০০	০১	০১	০৩	
ফেব্রুয়ারী/২০২৩	০০	০০	০০	০০	০০	
মার্চ/২০২৩	০৩	০০	০১	০০	০৪	
এপ্রিল/২০২৩	০০	০০	০০	০০	০০	
মে/২০২৩	০১	০১	০০	০০	০২	
জুন/২০২৩	০১	০০	০০	০০	০১	
সর্বমোট	১০	০১	০৩	০৭	২১	

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্মারণী

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তি		আগত অডিট আপত্তি		সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	সর্বমোট টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)				সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর												
রাজস্ব	৬৫টি	৮৯.৩৪৮১	৩৯টি	১৮২.৩৭১৬	১০৪টি	২৭১.৭১৯৭	৯১টি	৬টি (সম্পূর্ণ) ৪টি (আংশিক)	০.৩৭২৮	৯৮টি	২৭১.৩৪৬৯	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হালনাগাদ প্রমানকসহ ব্রডশীট জবাব প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
উন্নয়ন	৫২টি	৭৯.৭০২২	৩৯টি	১৭.৯৬৬২	৯১টি	৯৭.৬৬৮৪	৭৭টি	৫টি (সম্পূর্ণ) ৩টি (আংশিক)	০.৯৮৯৩	৮৬টি	৯৬.৬৭৯১	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব হালনাগাদ প্রমানকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ,অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেস সমূহের তালিকা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
১.	২০২০-২০২১	০১ অগ্রীম (প্রশাসন)	ঠিকাদার কর্তৃক ভ্যাট কম জমা করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৫৬,৯৭৪.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	২০২০-২০২১	০২ অগ্রীম (প্রশাসন)	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সেলাই মেশিনসমূহ সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	২,৯৯,৯৯,৫৬২.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
৩.	২০২০-২০২১	০৪ অগ্রীম (প্রশাসন)	পিপিএ ২০০৬ লংঘন করে প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ১৭.৭০৪% নিম্নদর প্রস্তাবকারী সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬৫,৮৩,১৮৮.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪.	২০২০-২০২১	০৬ অগ্রীম (প্রশাসন)	পিপিআর ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধ রেখে আসবাবপত্র ক্রয়ের কাজকে খন্ড খন্ড করে OTM এর পরিবর্তে RFQ এর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৯,৯৭,৫২৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৫.	২০২০-২০২১	০৭ অগ্রীম (প্রশাসন)	ষ্টোরে ২৬৬৪টি পা-চালিত সেলাই মেশিন মজুদ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ৩৩২৭টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৪০,২১,২৯০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৬.	২০২০-২০২১	০৮ অগ্রীম (প্রশাসন)	৫৮৫টি পা-চালিত সেলাই মেশিন সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫২,৭৪,৯৪৬.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৭.	২০২০-২০২১	০৯ অগ্রীম (প্রশাসন)	সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ লংঘন করে অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে ৪৬,৫৪,৬০০.০০ টাকা ব্যয়ের স্বপক্ষে নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র উপস্থাপন না করার মাধ্যমে নিরীক্ষাকে অসহযোগীতা।	-	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৮.	২০২০-২০২১	১০ অগ্রীম (প্রশাসন)	মটর যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৬৮,৪৭৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৯.	২০২০-২০২১	১১ অগ্রীম (প্রশাসন)	একই কার্যাদেশ ও ভাউচার ব্যবহার করে একাধিক বিল উত্তোলন করার মাধ্যমে আত্মসাৎ।	২,৯৪,৭৫০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০.	২০২০-২০২১	১২ অগ্রীম (প্রশাসন)	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিল ভাউচার ব্যতিত অন্য প্রকল্পের বিল ভাউচার দ্বারা অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ সমন্বয় দেখিয়ে আত্মসাৎ।	২,৮৩,০০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
১১.	২০২০-২০২১	১৩ অগ্রীম (প্রশাসন)	বিধি বহির্ভূতভাবে তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬৫,২৯,৪৩৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১২.	২০২০-২০২১	১৪ অগ্রীম (প্রশাসন)	পিপিআর ২০০৮ লংঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৬,৫০,০০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৩.	২০২০-২০২১	১৫ অগ্রীম (প্রশাসন)	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের হাজিরা ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪০,৬১,৪৮৩.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪.	২০২০-২০২১	১৭ অগ্রীম (প্রশাসন)	আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ লংঘন করে কোটেশনের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়।	১,৭৭,৮৪,০৫২.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৫.	২০২০-২০২১	২৬ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লংঘন করে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ ছাড় ও ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,০৮,৪৬,০০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৬.	২০২০-২০২১	২৭ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৪,৬২,০২৭.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৭.	২০২০-২০২১	৩০ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	মালামাল বুঝে না পাওয়া সত্বেও পারস্পরিক যোগসাজশে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৯৪,৯৬,০০৪.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৮.	২০২০-২০২১	৩১ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	ফায়ার হাইড্রেন সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪১,৪৯,৮৮৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
১৯.	২০২০-২০২১	৩২ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	একই মালামাল বিভিন্ন রেইটে ক্রয়ের মাধ্যমে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৫,২৬,৯৮৪.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২০.	২০২০-২০২১	৩৬ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	নিম্নমানের বৈদ্যুতিক মালামাল ব্যবহার করা সত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮১,৭৬,২৩৪.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২১.	২০২০-২০২১	৩৮ অগ্রীম (খিলগাঁও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল)	নিরীক্ষা দলের নিকট নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডযোগ্য রেকর্ডপত্র ও বিল ভাউচার উপস্থাপন না করে নিরীক্ষাকার্যে অসহযোগিতার মাধ্যমে সংবিধান লংঘন।	-	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২২.	২০২০-২০২১	৪২ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	পিপিআর ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধ রেখে অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কাজকে খন্ড খন্ড করে OTM এর পরিবর্তে RFQ এর মাধ্যমে ব্যয়।	১৪,৭৯,৬২৩.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৩.	২০২০-২০২১	৪৩ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	ত্রুটিপূর্ণ স্ক্যানার সরবরাহ করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৯৫,৬৫০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৪.	২০২০-২০২১	৪৪ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	চুক্তি সম্পাদনকালে ঠিকাদার কর্তৃক পারফরমেন্স সিকিউরিটি দাখিল না করা সত্ত্বেও দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৩,০৬,৫৫০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৫.	২০২০-২০২১	৪৫ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	গাড়ী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও জ্বালানী বাবদ অর্থ উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৫৮,২৫৭.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
২৬.	২০২০-২০২১	৪৬ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	প্রকল্প বহির্ভূত গাড়ির জ্বালানী ব্যয় দেখিয়ে অর্থ উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,০২,৩৯৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৭.	২০২০-২০২১	৪৭ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	মনিহারি মালামাল ক্রয় না করা সত্ত্বেও ক্রয় দেখিয়ে অর্থ উত্তোলন।	৯,৭৩,২২১.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৮.	২০২০-২০২১	৫০ অগ্রীম (কিশোর কিশোরী ক্লাব)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘন করে মুদ্রণ ও বাধাই খাতে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪৮,৭৫,০২০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৯.	২০২০-২০২১	৫৩ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	নীতিমালা বহির্ভূতভাবে এনজিও নির্বাচন ব্যতিরেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২২,৮৭,২১,৪৬০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩০.	২০২০-২০২১	৫৪ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	১১,৫৮,০৪,২২১.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩১.	২০২০-২০২১	৫৫ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ ব্যতিত অনলাইনে প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৪,৩৮,০০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩২.	২০২০-২০২১	৫৬ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৮১ লংঘন করে এক অর্থ বছরে সরাসরি নগদ ক্রয় করার মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৪,৯২,০৬০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৩.	২০২০-২০২১	৫৭ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	জেলা উপজেলায় প্রেরিত উপকারভোগীদের- ভাতা তাদেরনিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে প্রেরণের স্বপক্ষে প্রমানক পাওয়া যায়নি।	৮৩,৮৪,৭০,৬০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৪.	২০২০-২০২১	৫৮ অগ্রীম (মাতৃত্বকাল ভাতা)	ভাতাভোগীদের ডাটা এন্ট্রি না করা সত্ত্বেও অর্থ উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬৪,৪২,১৬০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচেছদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমান অবস্থা
৩৫.	২০২০-২০২১	৭০ অগ্রীম (আইজিএ)	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কর্তন না করা ও কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫,৭৮,৮৩৬.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৬.	২০২০-২০২১	৭৩ অগ্রীম (আইজিএ)	প্রাক্কলন ব্যতিত ৬৪টি জেলা শহরে সেলস ও ডিসপ্লে সেন্টার এবং ২০টি জেলা শহরে বিউটি পার্লার স্থাপনের ডেকোরেশনের জন্য অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান করে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৪,২০,০০,০০০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৭.	২০২০-২০২১	৯৯ অগ্রীম (ল্যাকটেটিং মাদার)	অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	৮,২৭,৮২,৮২০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৮.	২০২০-২০২১	১০৩ অগ্রীম (ভিজিডি)	নীতিমালায় উল্লেখিত হার অপেক্ষা অধিক হারে খাদ্য গুদাম হতে ইউনিয়নের সর্বোচ্চ দূরত্বের ভিত্তিতে পরিবহন ব্যয় বাবদ অর্থ ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৪,৯৪,২৩,৯৫৬.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৯.	২০২০-২০২১	১০৪ অগ্রীম (ভিজিডি)	এনজিওর পারফরমেন্স মূল্যায়ন অসন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিশোধ।	১৭,০০,৫৬৯.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪০.	২০২০-২০২১	১০৬ অগ্রীম (ভিজিডি)	এককভাবে এনজিওকে প্রদত্ত সার্ভিস চার্জের নীট যোগফলের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯,৬৬,৮৭৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪১.	২০২০-২০২১	১০৮ অগ্রীম (দিবাযত্ন)	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কাষোগারে জমা প্রদান না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করায় আর্থিক অপচয়।	৮,৭৮,৪৫৫.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪২.	২০২০-২০২১	১০৯ অগ্রীম (দিবাযত্ন)	লকডাউনের কারনে দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যয়।	৬,৭৭,১২০.০০	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত পূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভাগীয় মামলা গঠনঃ

ক্রমিক নম্বর	মামলা নম্বর	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগ গঠনের তারিখ
০১.	২০৬	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০৩/০৭/২০২২
০২.	২০৭	জনাব পারভীন আক্তার অফিস সহায়ক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, পলাশ, নরসিংদী।	২৫/০৫/২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভাগীয় মামলা নিষ্পন্নঃ

ক্রমিক নম্বর	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগের বিষয়	প্রাপ্ত দন্ডাদেশ	দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ
০১.	তানজিনা মাকসুদ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাউফল, পটুয়াখালী।	অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত	চাকুরী হতে বরখাস্ত	১২/০৭/২০২২
০২.	জনাব মোঃ নাজমুল আহসান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বামনা, বরগুনা।	দূর্নীতি সংক্রান্ত	সতর্ক করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান	২১/০৮/২০২২
০৩.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান হিসাব রক্ষক কাম ক্রেডিট সুপার ভাইজার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।	অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এবং অর্থ আত্মসাৎ	আত্মসাৎকৃত টাকা বেতন হতে কর্তন এবং বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর	০৩/১০/২০২২

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	৩৫৯৯ টি	২৩৯৪ টি	১২০৫ টি	১৩৩৮ টি	১২০৫ টি শূন্য পদের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ, সৃজনকৃত পদ ও প্রেষণে পূরণযোগ্য পদ রয়েছে।

১. ২ শূন্য পদের বিন্যাসঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	৫৫টি	*১৩৩টি	১৯ টি	৪১৯ টি	**৫৭৯ টি	১২০৫ টি শূন্য পদ

* ১ম শ্রেণীর অন্যান্য ১৩৩টি শূন্য পদের মধ্যে হোস্টেল সুপারের ২১টি পদ শূন্য আছে। শূন্য পদগুলি হোস্টেল নির্মাণ সাপেক্ষে পূরণযোগ্য।

** ৪র্থ শ্রেণীর **অফিস সহায়ক এর ৪১৭টি শূণ্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।**

১.৩ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
১৫ টি	–

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	০১	০১	-	-	-	-

জনবলের বিবরণ

পদের শ্রেণী	সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণী (৯ম গ্রেড পর্যন্ত)	৭৩৭	৫৪৯	১৮৮
২য় শ্রেণী (১০ তম গ্রেড পর্যন্ত)	৫৮	৩৯	১৯
৩য় শ্রেণী- (১১-১৬ তম গ্রেড পর্যন্ত)	১৫৯৫	১১৭৬	৪১৯
৪র্থ শ্রেণী- (১৭-২০ তম গ্রেড পর্যন্ত)	১২০৯	৬৩০	৫৭৯
মোট	৩৫৯৯	২৩৯৪	১২০৫

তথ্য ও যোগাযোগ

তথ্য ও যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com

তথ্য প্রদান ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সীমিত প্রকৃতিক সম্পদ ও বিশাল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে মূলবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উন্নত দেশের সারীতে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার আজ সময়ের অপেক্ষা। সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আরও বেগবান ও গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে আইটি সেল স্থাপন, ওয়েবসাইট ও ইমেইল খোলা হয়েছে। যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা-বিবেক ও বাক-সাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত সেহেতু জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্যে সরকারী স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আইন ও বিধি প্রণয়ন করাও সমীচিন ও প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।এতে একদিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ন নাগরিক সেবা সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও বিভিন্ন মাধ্যম অবহিত হতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের সাথে সদর কার্যালয় এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের নিমিত্ত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলাগুলোতে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

উপজেলা পর্যায়ে ঃ

- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- উপপরিচালক (জেলা), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - আপীল অথরিটি

জেলা পর্যায়ে ঃ

- উপপরিচালক(জেলা), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঢাকা - আপীল অথরিটি

সদর কার্যালয়ে ঃ

- উপপরিচালক (রেজি: ও জনসংযোগ) - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- কম্পিউটার প্রশিক্ষক - বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। - আপীল অথরিটি

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, মোবাইল ও ই-মেইল (তথ্য প্রদান ইউনিটে যোগাযোগ)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সৈয়দা রোকেয়া জেসমিন	খালেদা খাতুন (মুক্তি)
উপপরিচালক (রেজি: ও জনসংযোগ)	কম্পিউটার প্রশিক্ষক
তথ্য প্রদান ইউনিট	তথ্য প্রদান ইউনিট
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৫১১৬১১৩	মোবাইল ঃ ০১৫৫২৪৩১৮২৫
ই-মেইল ঃ srjesmin66@gmail.com	ই-মেইল ঃ dwakhaledamukti@gmail.com

আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, মোবাইল ও ই-মেইল

জনাব নাজমা মোবারেক
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১৪০৭১০৭৬, ই-মেইল : secretary@mowca.gov.bd

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

- জনাব ডক্টর আবদুল মালেক
  ফোন : ৪১০২৪৬২৭(অফিস), মোবাইল: ০১৮১০০০৮০৩
  ইমেইল: cic@infocom.gov.bd ওয়েব সাইট: www.infocom.gov.bd
  ঠিকানা -তথ্য কমিশন : এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ৬০ ফিট রোড, ঢাকা-১২০৭ (গ্যাস ট্রাসমিশন ভবন ও বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ভবন সংলগ্ন) ঢাকা-১২০৭।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের **তথ্য প্রদান ইউনিট** এ নিম্নোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যথা ঃ

১। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করাই তথ্য প্রদান ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য।

২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়, প্রকাশ ও বিতরণ।

৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোয্য তথ্যের তালিকা হালনাগাদকরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা।

৪। তথ্য অধিকার (তথ্য অধিকার আইন,২০০৯) বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার কার্যক্রম (সভা, সেমিনার) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে করা।

৫। তথ্য অধিকার (তথ্য অধিকার আইন,২০০৯) বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক, ষান্মসিক ও বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা।

৭। তথ্য প্রদান ইউনিটের হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েব সাইটে সরবরাহ করা।

* মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, ৬৪ জেলার উপপরিচালক, আবাসিক-অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা বার্ষিক প্রতিবেদনে (ওয়েব সাইট www.dwa.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা

ক্র:নং	বিবরণ	প্রকাশের মাধ্যম
১.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তগেণের নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	ওয়েব সাইট
২.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পটভূমি, লক্ষ্য, অভিলক্ষ্য, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম	ওয়েব সাইট
৩.	বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি	ওয়েব সাইট
৪.	বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েব সাইট
৫.	বাজেট ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য	ওয়েব সাইট
৬.	প্রকল্প সমূহ	ওয়েব সাইট
৭.	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আপীল কর্তৃপক্ষ, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর	ওয়েব সাইট
৮.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট	ওয়েব সাইট
৯.	বাস্তবায়িত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা, প্রস্তাবিত খরচ ও প্রকৃত ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ওয়েব সাইট
১০.	সভা সংক্রান্ত	ওয়েব সাইট
১১.	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	ওয়েব সাইট
১২.	অফিস আদেশ	ওয়েব সাইট
১৩.	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ও ফরম	ওয়েব সাইট
১৪.	ইনোভেশন টিম সংক্রান্ত	ওয়েব সাইট
১৫.	সেবা সহজীকরণ কর্মপরিকল্পনা	ওয়েব সাইট
১৬.	অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য	ওয়েব সাইট
১৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	ওয়েব সাইট
১৮.	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতত ২০১১	ওয়েব সাইট
১৯.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ২০২০ ,আইন (সংশোধন)	ওয়েব সাইট
২০.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ২০২০ ,অধ্যাদেশ (সংশোধন)	ওয়েব সাইট
২১.	প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার	ওয়েব সাইট
২২.	অনিক ও আপিল কর্মকর্তা	ওয়েব সাইট
২৩.	ফোকাল-পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা	ওয়েব সাইট
২৪.	ই-মনিটরিং	ওয়েব সাইট
২৫.	কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন	ওয়েব সাইট
২৬.	ত্রৈমাসিক বার্ষিক মূল্যায়ন	ওয়েব সাইট
২৭.	নাগরিক সেবা (সেবা বক্স)	ওয়েব সাইট
২৮.	ই-সার্ভিস (মেনু বার)	ওয়েব সাইট

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
.....
..... (নাম ও পদবী)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.আবেদনকারীর নাম :.....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

স্থায়ী ঠিকানা : .....

ফ্যাক্স,ই-মেইল,টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) : .....

২.কি ধরনের তথ্য :

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী :.....
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি)

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা :.....

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :.....

আবেদনের তারিখ ---------- আবেদনকারীর স্বাক্ষর

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম ‘খ’

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ.....

প্রতি

আবেদনকারীর নামঃ.....

ঠিকানাঃ.....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১।
.....
.....
.....।

২।
.....
.....
.....।

৩।
.....
.....
.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ

পদবীঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) :.....

২। আপীলের তারিখ :.....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) :.....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :.....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :.....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :.....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি :.....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন :.....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন। :.....

আবেদনের তারিখ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ ৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

তথ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

ফরম-'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ----------

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ----------

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ----------

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ----------

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ----------

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

<u>সত্যপাঠ</u>

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'খ'

(প্রবিধান -৫(১) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি তারিখঃ----------

যেহেতু অভিযোগকারী ---------- (নাম ও ঠিকানা)----------
----------আপনার/ আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন ----------নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিস্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী ---------- তারিখ ---------- ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিস্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে

কমিশনের সীলমোহর (কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

ফরম-'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ----------

২। অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা ঃ----------

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ----------

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ----------

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ই-সার্ভিস

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ই-সার্ভিস শাখা হতে ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ ও সোস্যাল মিডিয়া (Facebook) পরিচালনাসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, ডি-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

সোস্যাল মিডিয়া হিসাবে DwaDhaka নামে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক এবং ফেসবুক এর আওতায় ফেসবুক পেজ চালু রয়েছে। DWA Officer's Group নামে WhatsApp গ্রুপ রয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেইসবুক ও ফেইসবুক পেজ

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হচ্ছে ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কার্যসম্পাদিত হচ্ছে। ১৯জুন/২০২৩ মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকদের সাথে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সেবা সহজিকরণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪ টি মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকের কার্যালয় এবং ৩৩৬ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডি-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ডি-নথি কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

ডি-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

সেবা ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	মোবাইল ও ই-মেইল
১.	ফরিদা পারভীন	মহাপরিচালক	৪৮৩১৯১৪৯	০১৫৫২৩১০১০৮ dwadhaka@gmail.com
২.	মনোয়ারা ইশরাত	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	৫৮৩১০৬২৯	০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯ dwadhaka.director@gmail.com
৩.	সালেহা বিনতে সিরাজ	অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)	৪৮৩২০৩৭৪	০১৭২০৮০০১৬৪ lipyadmn@gmail.com
৪.	মাহনাজ হোসেন ফারিবা	উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)	৪৮৩১৬৪৯২	০১৭৯৭০৩২২০৩ mhfariba2020@gmail.com
৫.	সৈয়দা রোকেয়া জেসমিন	উপপরিচালক (রেজিঃ ও জনঃ)	৫৫১৩৮০৩৫	০১৭১৫১১৬১১৩ srjesmin66@gmail.com
৬.	আয়শা সিদ্দিকী	উপপরিচালক (পরিঃ ও মূল্যাঃ)	৫৮৩১০২৯৮	০১৭১৫-৮১৬৫৮৯ ayeshanargis04@gmail.com
৭.	মোঃ আবুল কাশেম	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৪৮৩১৩৫৮২	০১৭১১৫৮৬০৬২ abulkashem812@gmail.com
৮.	মাহমুদা বেগম	উপপরিচালক (পরিঃ সমন্বয় ও সচেতনতা)		০১৮১৭৬৪৫৭০০ mahmudadwaad@gmail.com
৯.	শারমিন শাহীন	উপপরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭	০১৭৩১৫১৯০৫৫ adsharmin1@gmail.com
১০.	মোঃ মহিউদ্দীন আহমেদ	উপপরিচালক (অর্থ ও দিবাযত্ন)	৫৫১৩৮০৩৫	০১৫৫৩৩৫৫৩৬৫ moheuddin1971@gmail.com
১১.	রেজিনা আরজু লাভলী	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	২২২২২২৭০৮	০১৭১১৯০০১৮৮ dwa.ddtr@yahoo.com
১২.	মোছা: কানিজ তাজিয়া	উপপরিচালক (অতি:দা:) (দিবাযত্ন)		০১৯১৬২৬৬৫৩৩ kaniz.tazia33@gmail.com
১৩.	ফারহানা আখতার	গবেষনা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)		০১৯১১২৮৫৫০০ farhanaakhtar_09@yahoo.com
১৪.	জান্নাতুল ফেরদৌস	গবেষনা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)		০১৯১৬৮১৯২৮২ ferdous2010@yahoo.com
১৫.	হাসিনা আখতার খানম	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	২২২২২২৭৩১	০১৭১৫১১২২০৬ aktherhasina71@gmail.com
১৬.	ফাতেমা ফেরদোসী	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪৮৩১৪৬৯১	০১৫৫৬৩১৬৮৬২ fatemaferdousy16@gmail.com
১৭.	শারীফা আখতার জাহান	সহকারী পরিচালক (প্রশা:২)		০১৭১৫৬৩৬৫৫০ dwagrs2020@gmail.com
১৮.	রুবিনা গনি	সহকারী পরিচালক (মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি)	৮৩১১৭৭৯	০১৭১২৫৮০৪৯৬ pdmcbp@dwa.gov.bd
১৯.	নাহীদ সুলতানা	সহকারী পরিচালক (অঙ্গনা)		০১৭১৬৩৭৩৯৬২ nahid.dwa.dhaka@gmail.com
২০.	মোসাম্মাৎ শাহনাজ খানম	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৫৮৩১২৩৫০	০১৭১৬৩৩৯১১২ mkshahnaj@gmail.com
২১.	পারভীন আক্তার	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৭৭১৮৯৯৯১১ pervin771@gmail.com
২২.	শারমিন আরা	সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)		০১৭৮৫৮১৭০৮৭ Sharminara1972@gmail.com

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	মোবাইল ও ই-মেইল
২৩.	শাহানা আক্তার	সহকারী পরিচালক (GCA)		০১৭১৬২৭৪৯৭১ shahanaadp22@gmail.com
২৪.	সৈয়দা নাসরীনা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (সচেতনতা)		০১৭১১৩৮৪৬৯৫ syedanasrina.parvin@gmail.com
২৫.	মেহেরুন্নেছা মনি	সহকারী পরিচালক		০১৭২৮০৬৭৪৮৯ monsha1972@gmail.com
২৬.	রমজান আরা	সহকারী পরিচালক		০১৭১১১৫৮৪৮৮ dwaportal@gmail.com
২৭.	জেসমিন আরা	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)		০১৭১১২৮৯৫০৪ jessy.dwa@gmail.com
২৮.	লাখসানা লাকী	সহকারী পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ)	৯৩৪৪২৪৫	০১৭২৭৯৩৩৪৩৩ llakhsana@yahoo.com
২৯.	সৈয়দা কুদসিয়া নাহরিন	সহকারী পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭	০১৭১৬৪৮৮১৩৩ sayedaqudsianahrin@gmail.com
৩০.	মর্জিনা ইয়াসমিন	প্রোগ্রাম অফিসার (ই-ফাইলিং		০১৭১২৫৫০১৪৩ marzina৯৫@gmail.com
৩১.	ফ্লোরা ইয়াসমিন	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ)		০১৭১৭০৭৩৭৭৪ uwaoflora9@gmail.com
৩২.	ড. শামীমা আক্তার	গবেষণা ও মনিটরিং কর্মকর্তা		০১৮৬৪৯৭৭৪৫০ Shameema964@gmail.com
৩৩.	ডা: মাসুদা হোসেন খান	মেডিকেল অফিসার		০১৫৫২৪৬০০৬০ masudakhan2000@yahoo.com
৩৪.	মোঃ সাকাওয়াৎ হোসেন তালুকদার	সহকারী পরিচালক (সংসদ)		০১৭১৬৪১৭৯৯৭
৩৫.	আসমা আক্তার	পুলিশ ইন্সপেক্টর		০১৭১৬২৫১৯২৩ lilyphq@gmail.com
৩৬.	মোঃ মঞ্জুর আলম	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)		০১৭১১৩৬১৩৪০ alam_monzur@yahoo.com
৩৭.	মোঃ মজিবর রহমান	সহকারী পরিচালক (অডিট)		০১৭১২০২০৪৬৭ mojibdwa@gmail.com
৩৮.	মোঃ আল আমিন ভূঞা	সহকারী পরিচালক (ডে-কেয়ার)	৯৩৫৯৬৮১	০১৮১৮২১১৭৬৩ aminbhuiyan716@gmail.com
৩৯.	মোঃ জিলাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (পরি:, সমন্বয় ও সচেতনতা)		০১৭৫৭৩০২৮২৬ jilalmis@yahoo.com
৪০.	মোহাম্মদ কামাল হোসেন	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)		০১৯২০৯৫০১৫২ kamalmkh@gmail.com
৪১.	ফাহমিদা আজিজ	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৭৩১৩০৬৩৬৬ fahmida25may@yahoo.com
৪২.	সাবিনা নাসরীন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৯১৭৪২৮২২৭ sabina71dwa@gmail.com
৪৩.	নাসরীন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (দিবাযত্ন)		০১৮১৪৪৫৬৪৭১ nasrindwa@gmail.com
৪৪.	কামরুন নাহার	সহকারী পরিচালক (কে:ডে:)		০১৯১১০৩৬৩৮১ kamrun.nahar71@yahoo.com
৪৫.	নার্গিস সুলতানা (জেবা)	প্রোগ্রাম অফিসার (পরি:,সম: ও সচেতনতা)		০১৭১৬৬০৮৬৮৪ zebanuha@gmail.com

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	মোবাইল ও ই-মেইল
৪৬.	নাহিদ সুলতানা	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ)		০১৬৭৪৯৮২৬৩৩ nsultana.dwa09@yahoo.com
৪৭.	আশা রায়	সহকারী পরিচালক (হোস্টেল)		০১৭৬৮০১৭৬৩৭ asharoy661@gmail.com
৪৮.	আনিছা আফরোজ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৮৩১১১১৫	০১৭১২১৭৫৬৭৮ anisatoufiq@gmail.com
৪৯.	বিবি তহুরা	সহকারী পরিচালক (রেজিষ্ট্রেশন)		০১৭১৬-৩৯১৬৫৭ bibitahura@gmail.com
৫০.	ডালিয়া মৌসুমী খান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		০১৮১৬৭৬৫৭২৯ daliafaridpur01@gmail.com
৫১.	নুরুন্নেছা রেবা	প্রোগ্রাম অফিসার (মাতৃত্বকাল ভাতা)		০১৫২১৩২৭৪৬৩ rabaaminul@gmail.com
৫২.	মোঃ সাইদুর রহমান	গবেষনা কর্মকর্তা (পুষ্টি), প্রশিক্ষণ		০১৭১৪৬৩৪৩৩৯ Saidurrahmandwa2017@gmail.com
৫৩.				
৫৪.	খালেকুন্নাহার	সহকারী পরিচালক (পরীঃ সমন্বয় ও সচেতনতা)		০১৭১৮৫৫৮৬৩৩ khalaqunnaher@yahoo.com
৫৫.	শামীমা আখতার খানম	সহকারী পরিচালক (মূল্যা:)		০১৫৫২৪৬৩৪৫৪ shamimaakhtershapna@yahoo.com
৫৬.	শাহানা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (রেজিষ্ট্রেশন)		০১৭২১৬৪৬৮৮৪ shahanapervin097@gmail.com
৫৭.	নার্গিস আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার (অডিট)		০১৮১৫২২৭৮৮৯ a.nargis977@gmail.com
৫৮.	মুক্তা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (ক্ষুদ্রঋণ)		০১৭৯৭০৯৩৩৩০ muktaparvine157@gmail.com
৫৯.	ফরিদা ইয়াসমিন	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ)		০১৭২৭৩২৯৭৩২ faridalinta175@gmail.com
৬০.	আয়েশা আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭	০১৭৯৭২৬১৬৯৭ ayshaakter190@gmail.com
৬১.	হোসনে লায়লা	প্রোগ্রাম অফিসার (ডে-কেয়ার)		০১৯১৪-৯৫০৯৩৩ liala01114@gmail.com
৬২.	মোর্শেদা মমতাজ	প্রোগ্রাম অফিসার		০১৫৫২৩২৭২৯২ momtaz221@gmail.com
৬৩.	নাজনীন ফেরদৌস মজুমদার	প্রোগ্রাম অফিসার (মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি)		০১৫৩৬১৫৩৫০১ dwa.lma.gov@gmail.com
৬৪.	মোছা: নাসিমা খাতুন	প্রোগ্রাম অফিসার (মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি)		০১৫৫৩-৪৭৩৬১৯ nasimakhatun0667@gmail.com
৬৫.	মোছা: জান্নাতুন ফেরদৌস	প্রোগ্রাম অফিসার (পরিকল্পনা)		০১৭৪০-৯০২৫৮৬ jannatunferdoush2000@gmail.com
৬৬.	জাহান ই গুলশান	সহকারী পরিচালক (অঙ্গনা)		০১৮১১৫৭০৮৫৭ gulshan.wc@gmail.com
৬৭.	মাহমুদা আক্তার	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		০১৭১২২৬৭২৮৫ mahmuda.mita007@gmail.com
৬৮.	আমাতুজ জোহরা	প্রোগ্রাম অফিসার (লাইব্রেরি)		০১৭৬৮৬৮৮১৭৩ amatuzzohra2@gmail.com

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	মোবাইল ও ই-মেইল
৬৯.	রায়হানা আজহার স্বর্ণা	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশাসন)		০১৭১৫৮১৫৮৫৩ jefry.du@yahoo.com
৭০.	প্রীতিলতা বাইন	প্রোগ্রাম অফিসার		০১৭১৭২২০৪৬০ pritilata713@gmail.com
৭১.	শান্তা চ্যাটার্জী	প্রোগ্রাম অফিসার (এপিএ)		০১৭১৫৬৫৬৪৪৪ shantachaterjee17@gmail.com
৭২.	মো: আব্দুল অদুদ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৯৩৫৫৮০৮	০১৮১৮৪০৭০৮৮ kaziwadud29@gmail.com
৭৩.	ফারহানা আফরোজ	সহকারী পরিচালক (মূল্যা:), লাইব্রেরী		০১৯১১২৬৯৬০০ farhanafroze21@gmail.com
৭৪.	গীতা দে	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		০১৭২০০৫২৩২৯ gitadey1964@gmail.com
৭৫.	বিলকিছ ফাতেমা	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৭১৫৮১১৩২৫ fatamabilkish@gmail.com
৭৬.	তুহিনা খাতুন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৭৭৪০০১০৯৮ Tuhinakhatun1974@gmail.com
৭৭.	মুছা: মাজেদা খাতুন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০১৭৭৬০৯৬৬৫১ mazedadwa@gmail.com
৭৮.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	সহকারী প্রোগ্রামার		০১৭১২০৩১৮৫৯ kaddus2010@gmail.com
৭৯.	মানিক কুমার সাহা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী		০১৬৭২৩২৩০৩১ shaonbluze@gmail.com
৮০.	খালেদা খাতুন (মুক্তি)	বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদান ইউনিট		০১৫৫২৪৩১৮২৫, ০১৬৮৬০০৯০২০ dwakhaledamukti@gmail.com
৮১.	মোঃ শামীম আহসান	প্রশাঃ কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা		০১৮১৮৩৫১১২৯ shameemahasan646@gmail.com
৮২.	রমজান হোসেন খান	প্রশাঃ কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা		০১৭৩২৭১৩০৭৫ ramjan.hossain13@gmail.com
৮৩.	মোঃ আব্দুস শুকুর হাওলাদার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা		০১৭১২৫২৮৮১৫ sukur.dwa@gmail.com
৮৪.	শামসুন নাহার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা		০১৯৩১৪২৬৫৪৬ moni1996dwa17@gmail.com
৮৫.	নাহিদ সুলতানা (ইভা)	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা		০১৭০৪৮৮৮০৪০ eva.dwa@gmail.com
৮৬.	মোমেনা রহমান	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা		০১৮১৭৪৪২২৬২ momena.dwa@gmail.com
৮৭.	ইনতেখাব আনোয়ার	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা		০১৯১৬০৬৯৫ entekhabanwar1970@gmail.com
৮৮.	শাহানাজ পারভীন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)		০১৭১৬৬৫৩৬৮৩ shanajparvin1968@gmail.com
৮৯.	শাহীন সুলতানা	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)		০১৭১১৪৫১০৭৫ Shahinsultana17@yahoo.com
৯০.	খাদিজা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)		০১৭২০১০০৩৫২ Kahdizakhatun349@gmail.com

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণের তালিকা

১.	শহীদ শেখ ফজিলাতুন-নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর	সুরাইয়া খাতুন	০১৭৭৯১৭০৫৪৬
২.	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	মোঃ মাহবুবুর রশিদ উপপরিচালক (অতি:দা:)	০৯১৬৩৬২৬/ ০১৯৮৭-৯২০৪৬৮
৩.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা	মিনু পারভীন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১২১৯৫৬৫৯
৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	কানিজ আইরিন জাহান	০৭২১-৭৬১৯৩৯/ ০১৭১১৬৬৯৮৩৮
৫.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট	মো: মোখলেছুর রহমান (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১০৫৯৮০৭
৬.	মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর	মোঃ মোরশেদ আলী খান উপপরিচালক, দিনাজপুর	০৫৩১৬৫০৪৩/ ০১৭৭৬৮৬৬৭১৬
৭.	মা ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	লাইলা পারভীন নাহার	০১৭৮২০৪৬২৬৯

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তার তালিকা

১.	গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর	জেবুন নাহার নার্গিস (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১১৮৭৫১৩

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্র: নং	হোস্টেলের নাম, ঠিকানা	হোস্টেল সুপারের নাম, পদবী	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি
১	২	৩	৪
১	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা।	ছামিনা হাফিজ হোস্টেল সুপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭১৫১২৬০০১/৫৮৬১৫৮৫২ hostelnilkhet@gmail.com
২	নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল টোলারবাগ, ২নং গেইট, মিরপুর-১, ঢাকা।	সাবেকুন নাহার হোস্টেল সুপার, মূলপদ: উপপরিচালক	০১৭৫৭৪০৭৩৩২/৫৮০৫৬২৬৯ mkmhostel@gmail.com
৩	বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ব:#এ, প: নং-৭, খিলগাঁও, ঢাকা।	রাহেনুর বেগম, হোস্টেল সুপার, মূলপদ: সহকারী পরিচালক	০১৭১২০৬০৪৬৫/৪৭২১৯৮৯৫ brkm.hostel@yahoo.com
৪	প্রীতিলতা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কালীগঞ্জ, গাজীপুর।	ফারহানা ফরিদ	০১৭৪৭৩৫৩৩৫০ farhana.chitra89@gmail.com
৫	গার্মেন্টস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	শাহিদা আক্তার হোস্টেল সুপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৬৭-৪০২৭৭৪৫ ashuliahostel@gmail.com
৬	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চট্টগ্রাম। চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।	রোকেয়া বেগম, হোস্টেল সুপার মূলপদ: সহকারী পরিচালক	০১৭১১৮২৫১৬৪/০৩১-৬৭২৪৫৫ dwactghostel@gmail.com
৭	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, রাজশাহী। বিলসিমলা, রাজশাহী।	ফেরদৌস রাবিয়া হোস্টেল সুপার পদের বিপরীতে কর্মরত মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭৫৮৫০৭৭০৭/০৭২১-৬৭০৩৩১ kmh.dwa.rajshahi@gmail.com
৮	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খুলনা। বয়রা, খুলনা।	সুমিতাই ইয়াসমিন	০১৭৩৮৭৪৯৪১০ dwaokhulna@gmail.com
৯	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	নাসরিন আখতার সুলতানা হোস্টেল সুপার পদের বিপরীতে কর্মরত মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭২৭২৯৬১৬৬ dwaojessore@gmail.com

দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণের তালিকা

৪৩ জন ডে-কেয়ার অফিসারের নাম ও টেলিফোন/মোবাইল নম্বরসহ ডে-কেয়ার সেন্টারের ঠিকানা:

ঢাকাস্থ ৬টি মধ্যবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টার:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ডে-কেয়ার সেন্টারের ঠিকানা	মোবাইল ও টেলিফোন নম্বর
১।	ইশরাত ফাতেমা	মিরপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা (ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের পাশে)।	০১৭৩১৫৪১০৯৮ ৯০৩৮১০০
২।	রেজীনা ওয়ালী	আজিমপুর মধ্যবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টার, অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।	০১৭১১-২৮৬৭৪১ ৫৮৬১৩০২৫
৩।	সাবিনা নাসরীন	মবিঅ ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, (৭ম তলা), ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।	০১৯১৭৪২৮২২৭ ০২২২২২২১৩৩২
৪।	সৈয়দা হোসনে আরা বেগম	এজিবি ডে-কেয়ার সেন্টার, গ্যারেজ বিল্ডিং (৩য় তলা), এজিবি চত্বর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	০১৭১৫-১৮০৭৮০ ৮৩১৬২২৯
৫।	হোসনে আরা খাতুন ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	খিলগাঁও ডে-কেয়ার সেন্টার, খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১ নং সরকারী স্টাফ কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশে), খিলগাঁও, ঢাকা।	০১৭১৫-৩১৩৩৬৭ ৭২৫৩০২২
৬।	আসলাম জমাদার	সচিবালয় ডে-কেয়ার সেন্টার, ১০ নং ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	০১৭৩৫-৪৮৫৪৪৫ ৯৫৭৭১৪১

৮টি নিম্নবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টার:

১।	রিক্তা বেগম ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৫৫৩ নয়াটোলা, বড়-মগবাজার, ঢাকা।	০১৮১৯৪৩৪৩৮৬
২।	ফারজানা হাসান	কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাড়ী নং- ৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, ঢাকা।	০১৭৪৮-৭৬৪২৫৫ ০১৬২৬-২৬৭৩৩৩
৩।	কামরুন নাহার	মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১/৬-এ, বস্নক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।	০১৮১৬-৩৯৪২৪২
৪।	আফরোজা শাহীন	যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১ নং সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশে), খিলগাঁও, ঢাকা।	০১৮৩৩-৮৪২৮৪৮ ০১৭৫৫-৭০৬৭০৩
৫।	নাজনিন সুলতানা জাহান ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১৬৭/এ ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।	০১৮১৭-০১৫৭৪৪
৬।	শাহনাজ পারভীন	আজীমপুর নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।	০১৭১১-৭৩৭৫৪৫
৭।	নাজমুন নাহার ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ২১/বি, বাহাদুরলেন, ফরিদাবাদ, শ্যামপুর, ঢাকা।	০১৭২৬২৫৭২৭৬
৮।	বিলকিস নাহার ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	কামরাঙ্গীরচর ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৪৯, বড়গ্রাম, আলী নগর, চেয়াম্যানবাড়ি চৌরাস্তা, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।	০১৮১৬-২৫৩২২৩

জেলা শহরে ১৩টি ডে-কেয়ার সেন্টার:

১।	মো: মনির হোসেন	টঙ্গী ডে-কেয়ার সেন্টার, ৩নং- চেরাগআলী মাতবর রোড, পোঃ- নিশাত নগর, টঙ্গী, গাজীপুর।	০১৭১১-০০৩৫১৯ ৯৮১৫৬৮৯
২।	ছাবিকুন নাহার	নারায়নগঞ্জ ডে-কেয়ার সেন্টার, ১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া, চানমারী, নারায়নগঞ্জ।	০১৭১৫-৬৮৮৮৫৬ ৭৬৪৬৭০৫
৩।	কানিজ ফাতেমা ডে-কেয়ার অফিসার (উ:ক:)	কুমিল্লা ডে-কেয়ার সেন্টার, পুরাতন মৌলভীপাড়া, (এ্যাডভকেট আবুল কাশেম ভূয়া এর বাড়ি) চকবাজার, কুমিল্লা।	০১৮৫৭-৮৮৭৯৫৯
৪।	সাহিদা খাতুন ডে-কেয়ার অফিসার (অ: দা:)	শ্রীমঙ্গল ডে-কেয়ার সেন্টার, শ্রীমঙ্গল সদর উপজেলা, ১৭/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	০১৯১১৭৪৮৯৭০
৫।	মো: সোহরাব হোসেন	ময়মনসিংহ ডে-কেয়ার সেন্টার, চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া, ময়মনসিংহ ।	০১৭১৬-২৩৮৫০৪ ০৯১-৬২৮০০
৬।	মোছা: নূর আক্তার বানু ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	বগুড়া ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-১৮৫৮, সাং- ফুলবাড়ি দঃ পাড়া, বকুলতলা, বগুড়া।	০১৭১২-৫৫২৭৫২ ০৫১-৬১৮১৩
৭।	শরিফা বেগম ডে-কেয়ার অফিসার (অ: দা:)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডে-কেয়ার সেন্টার, মিজান টাওয়ার, ২য় তলা, লালপুর রোড, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	০১৭১৭-৪৩৯৪৬৬
৮।	রেজভীন সারমিনাজ ইসলাম	দিনাজপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, অন্ধ হাফেজ মোড়, বালুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর ।	০১৭১২-২৩৮০৬৮ ০৫৩১-৬৬৬০৯
৯।	মীনা রানী সাহা	কুষ্টিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার, ঝিনাইদহ রোড, পূর্ব মজমপুর, সাদ্দাম বাজার (দারুস সেফা) কুষ্টিয়া।	০১৭২২-৪৭০৫১২ ০৭১-৬৩৩২৫

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ডে-কেয়ার সেন্টারের ঠিকানা	টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর
১০।	মোছা: নাসরিন সুলতানা	যশোর ডে-কেয়ার সেন্টার, জে/১২, সেক্টর-৭, নতুন উপশহর, যশোর।	০১৭১৯-৯২১২০৯ ০৪২১-৭১৪৮৮
১১।	আরিফা সুলতানা	পাবনা ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং-১৩৬/১, সবেদা বাগান, পৈল্যানপুর, পাবনা।	০১৮১৬-৫৬৫১৫২ ০৭৩১-৬৩৬১০
১২।	মো: শামীম রেজা	ফরিদপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, ইয়াছিন সড়ক, ৮৫ ভাটি লক্ষিপুর, কোতয়ালী, ফরিদপুর।	০১৭১৫-১৫৯১৭১ ০৬৩১-৬৬৪৪৫
১৩।	মোছা: সুলতানা রাজিয়া	ফেনী ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং নং-২১৩, এস.এস. কে, রোড, ফেনী।	০১৮১৬-৬২৩৪৬২ ০৩৩১-৭৪৯৭২

৫টি বিভাগীয় শহরে ডে-কেয়ার সেন্টার:

১।	মাধবী বড়ুয়া উপপরিচালক	চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাড়ি নং-৬১, রোড নং-০১, মোমেনবাগ আবাসিক এলাকা, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম।	০১৮১৮২২৮২৩৩ ০৩৩১-৬২০০১
২।	শবনম শিরিন উপপরিচালক	রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, হোল্ডিং নং- ৯২, নতুন ষ্টেডিয়াম রোড, রাজশাহী।	০১৭১৪-২২৯৬৬৬ ৯৩৬২৭০৮
৩।	হাসনা হেনা উপপরিচালক	খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৫ নং শেরে বাংলা রোড, খুলনা।	০১৭১১-৪৪৮৯১১ ০৪১-৭২০৪৫৩
৪।	দিলারা খানম উপপরিচালক (চ: দা:)	বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বি এম, কলেজ রো, বরিশাল।	০১৭১৪-৪৯২৬৩১ ০৪৩১-৬৪৬৭৫
৫।	মোছা: শাহিনা আক্তার উপপরিচালক (চ: দা:)	সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, হোল্ডিং নং-১৩৪৯-০৫ আজিজ কটেজ, সেবক-২৩, রায়নগর, সিলেট।	০১৭২৬-৫৩৫০২০ ০৮২১-৭১৩৫০২

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচির ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টার:

১।	রেজওয়ানা চৌধুরী	সাভার ডে-কেয়ার সেন্টার, মেহেদী প্যালেস, ৭/১, ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯ নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।	০১৭৮০-১৭৬৯৩৯ ৭৭৪৫৭২১
২।	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	ডেমরা ডে-কেয়ার সেন্টার, খাজা টাওয়ার, হোল্ডিং নং-২০০, হাজী নাসির উদ্দিন, ১নং গেইট, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ভাঙ্গা প্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	০১৯২৩-১১২০০৪ ৭৫৪৩৪৬৪
৩।	সম্পিতা সূলতানা	আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৫৩/৫৪, রোড নং-১৬, সুনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।	০১৫৩৭-৬৪৮০৯১ ৮১৯০৮৩০
৪।	দুর্গা শর্মা	গাবতলী ডে-কেয়ার সেন্টার, এ/৫৫, তৃতীয় কলোনী লালকুঠি, মিরপুর, মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা।	০১৯৮৩-৪৫১৬৪৪ ৯০১২৩২৩
৫।	মমতাজ পারভীন	মিরপুর-১০ ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-১১৯৬ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।	০১৭৩৯-৭৬৩১২৭ ৮০৫১৪৭৬
৬।	মাহফুজা খাতুন	জিগাতলা ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং নং-০৫, রোড নং-০৪, ঝাউচর বাজার, হাজারীবাগ, জিগাতল	০১৭০৩-৭২৫৬০৯
৭।	রহিমা বেগম ডে-কেয়ার অফিসার (উ: ক:)	উত্তরা ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৬/এ. রোড -২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	০১৭১৮১৪৪১৯৭ ৮৯৯১২৮৪
৮।	শামীমা নাসরিন নীপা	রাজারবাগ ডে-কেয়ার সেন্টার, পুলিশ লাইন, ঢাকা।	০১৭৩৩-৫৫১১৭৫ ৯৩৪৩৭৭৮
৯।	মোসা: লায়লা আরজুমান	নাখালপাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন, (সংসদ সদস্যদের বাসভবন কক্ষ নং- ২১ ও ২২)।	০১৭৫৩-২২৪৮৫৮ ০২-৪৪৮১৭২১২
১০।	মাহমুদা মজুমদার	প্লানিং কমিশন ডে-কেয়ার সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা।	০১৯৫৯-৫২৩১১০
১১।	ফারহানা ইয়াসমিন ডে-কেযার অফিসার (উ: ক:)	বাড্ডা ডে-কেয়ার সেন্টার, ১১০৫, খিলবাড়ীরটেক, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	০১৯০৯-০২৮০৯৭ ৮৮৯৯৫৯৬

বি: দ্র: ডে- কেয়ার অফিসার-২৭ জন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -১০ জন, প্রোগ্রাম অফিসার- ০১ জন, উপপরিচালক- ০৫ জন।

৬৪ জেলার উপপরিচালকগণের তালিকা

ক্রঃ নং	বর্তমান কর্মস্থল	নাম ও পদবী	মোবাইল, ফোন ও ই-মেইল এ্যাড্রেস
১	২	৩	৪
		ঢাকা বিভাগ	
১.	ঢাকা	ফাতেমা জহুরা উপ-পরিচালক	৯১১৭০৮৩/০১৭১৬-০১৪৪৪৯ dhakadwa@gmail.com
২.	নারায়নগঞ্জ	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম উপপরিচালক	৭৬৩১৬০০/ ০১৭১২-০৬৯৫২৫ dwanarayanganj54@gmail.com
৩.	গাজীপুর	শাহনাজ আক্তার, উমবিক, কালীগঞ্জ উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৮১৯-৯৫২৯১৯/৯২৫২১৯৫ dwaogazipur18@gmail.com
৪.	মুন্সিগঞ্জ	আলেয়া ফেরদৌসী, প্রোগ্রাম অফিসার(মুলপদ: উমবিক), উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৬৯১-৬২৮১০/01919-518448 alayaferdousy@gmail.com
৫.	নরসিংদী	সেলিনা আক্তার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	৯৪৬৩১১৫/০১৭১১৯৭১৮৩৮ dwaonarnindi@gmail.com
৬.	কিশোরগঞ্জ	মোঃ মামুন-অর রশিদ উপপরিচালক (চ: দা:) গ্রামীন প্রকল্প	০৯৪১-৬১৮৮৬/০১৭১০-২৮২৫৪৬ dwakishoreganj@gmail.com
৭.	মানিকগঞ্জ	মোঃ জাকির হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:)	৭৭১০৮৯৯/০১৭১২-৩০২৭৪৪ momanikganj@gmail.com
৮.	টাঙ্গাইল	কণিকা মল্লিক উমবিক, মধুপুর উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১৪৮২৮৭৫৯/০৯২১-৬৩৫৯২ tangaildwa@gmail.com
৯.	ফরিদপুর	মাশউদা হোসেন উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ)	০৬৩১-৬৩৫০৩/**01715140230** faridpurdwa@gmail.com
১০.	রাজবাড়ী	মোঃ আজমীর হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ প্রকল্প	০১৭১৫-২৫১০৯১/০৬৪১-৬৬০৬৫ uwaorajbari@gmail.com
১১.	শরীয়তপুর	রাফিয়া ইকবাল উপপরিচালক (চ: দা:)	০৬০১-৫৫৯৫৪/০১৬২৪-৩৬৮৭৭২ dwaoshariatpur59@gmail.com
১২.	গোপালগঞ্জ	মো: সাইফুল ইসলাম উমবিক, কাশিয়ানী, উপপরিচালক(অতি:দা:)	০১৭১৬৮০৩৬৩৬/৬৬৮৫০৭৫ dwaogpj@gmail.com
১৩.	মাদারীপুর	মাহমুদা আক্তার (অতি: দায়িত্ব, উমবিক, রাজৈর)	০১৭১৬৬৩৩০৯২/০৬৬১-৬১৮০৭ mahmudaakter975@yahoo.com
		ময়মনসিংহ বিভাগ	
১৪.	ময়মনসিংহ	নাজনীন সুলতানা উপপরিচালক (চ: দা:)	০৯১-৬৭৮২৩/ ০১৭১৫-৬০৯১৭৬ nazneensultanadwa@gmail.com
১৫.	জামালপুর	নাসরীন সুলতানা উপ-পরিচালক	০২৯৯৭৭৭২১৬৪/০১৭১৭-২১০৫৭৪ dddwajamalpur@gmail.com
১৬.	নেত্রকোণা	আব্দুর রৌফ সরকার উমবিক, আটপাড়া, উপপরিচালক(অতি:দা:)	০১৭১৮৬৬৪৪৫৪
১৭.	শেরপুর	মোঃ লুৎফুল কবীর উপপরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ প্রকল্প	০১৯১১-০৬৪৫০৬/০৯৩১-৬১০৮২ kabirdwa68@gmail.com
		চট্রগ্রাম বিভাগ	
১৮.	চট্রগ্রাম	মাধবী বড়ুয়া উপপরিচালক	০১৮১৮-২২৮২৩৩/০৩৩১-৬২০০১ dwaochittagong@gmail.com
১৯.	কক্সবাজার	সুব্রত বিশ্বাস উপপরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ প্রকল্প	০৩৪১-৬৩২১৮/০১৭১৮-৪২৬৮৯২ cox123dwa@yahoo.com

২০.	খাগড়াছড়ি	সুস্মিতা খীসা উমবিক, দীঘিনালা, উপপরিচালক(অতি:দা:)	০১৫৫০৬০৭৫৬৩/০৩৭১-৬১৭৭২ moheuddin1971@gmail.com
২১.	বান্দরবান	আতিয়া চৌধুরী উপপরিচালক (চ: দা:)	০১৭১৫-৭০৩২৩৬/০৩৬১-৬২৩৮৪ chowbhuryatia937@gmail.com
২২.	রাঙ্গামাটি	অনুকা খীসা উমবিক, বরকল, উপপরিচালক (অতি:দা:)	০৩৫১-৬২৩৯৮/০১৫৫৬৭৭০৩২০ dwaoranga@gmail.com
২৩.	নোয়াখালী	কামরুন নাহার, উমবিক উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৩২১-৬১৬৯০/০১৮১৫-৪৭৬৭৯৯ uwaosonaimuri@gmail.com
২৪.	লক্ষীপুর	সুলতানা জোবেদা খানম, উমবিক, রায়পুর উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৩৮১-৬২৩৬৩/০১৭১২৫১৭৫৫১ jmk.laxmipur@gmail.com
২৫.	ফেনী	নাছরিন আক্তার, উমবিক, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৯১৪৬১৫২৬৬ nasrin071@gmail.com
২৬.	কুমিল্লা	জেসমিন আরা বেগম উমবিক, দেবীদ্বার উপ-পরিচালক (অতি:দা:)	০১৭১৫৭৯৯২৭২/০৮১-৭৬০৫৭ comilladwao@gmail.com
২৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ভিকারুন নেছা উপপরিচালক (চ: দা:)	০৮৬১-৫৩৭৮৩/০১৭১৫৪২০১৫৯ b.bariadwa@gmail.com
২৮.	চাঁদপুর	মোসা: নাসিমা আক্তার উমবিক, মতলব উত্তর, উপ-পরিচালক (অতি: দা:)	০১৮১৮৭২৪৭২৩/০৮৪১-৬৩৩০৩ ddchandpur2007@gmail.com
		সিলেট বিভাগ	
২৯.	সিলেট	মোছাঃ শাহিনা আক্তার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৮২১-৭১৩৫০২/০১৭২৬-৫৩৫০২০ shahinauwao@gmail.com
৩০.	মৌলভীবাজার	শাহেদা আক্তার , উমবিক, শ্রীমঙ্গল উপপরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৯১১৭৪৮৯৭০ dwao.moulvibazar@gmail.com
৩১.	সুনামগঞ্জ	এ.জে.এম রেজাউল আলম বিন আনছার উপপরিচালক (চ: দা:) (সি বি ও)	০১৯১৬৬৬৫৬৬৭/০৮৭১-৬২৬৫২ dwa.sunamgonj@gmail.com
৩২.	হবিগঞ্জ	রুমানা আক্তার, উমবিক, চুনারঘাট উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭৩২৩১২১৮৯/০৮৩১-৫৩১৯০ dwahabiganj@gmail.com
		খুলনা বিভাগ	
৩৩.	খুলনা	হাসনা হেনা উপপরিচালক	০৪১-৭২০৪৫৩/০১৭১১-৪৪৮৯১১ nargisfatema@hotmail.com
৩৪.	বাগেরহাট	সাহেলা পারভীন, প্রোগ্রাম অফিসার, বাগের হাট (উমবিক),উপ-পরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১৫৮৪৯৫৮২/০৪৬৮-৬৩৪৩৯ dwao.bagerhat@gmail.com
৩৫.	সাতক্ষীরা	এ কে এম শফিউল আযম উপপরিচালক (চ: দা:) (M.I.S)	০৪৭১-৬৩৯৪৫/০১৭১১-৪৪৮৮৬০ dwaosatkhira@yahoo.com
৩৬.	যশোর	মোঃ আনিছুর রহমান উপপরিচালক (চঃ দাঃ) **গ্রামীন প্রকল্প**	০১৯১১-১৫০৭৭৮/০৪২১-৬৫৪০৯ dwaojessore@gmail.com
৩৭.	ঝিনাইদহ	মোসা: নিলুফার রহমান উপপরিচালক	০৪৫১-৬২৪৫০/০১৭১২-৫৫৫১৪৭ dwaojhenaidah@gmail.com
৩৮.	কুষ্টিয়া	নূরে সফুরা ফেরদৌস উপপরিচালক(চ: দা:)	০১৭৭৬১৫৮৩৩৬ /০৭১-৬২৫২৩ dwaokushtia@gmail.com
৩৯.	নড়াইল	মৌসুমী রাণী মজুমদার, প্রোগ্রাম অফিসার উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৪৮১-৬৩২৭০/০১৭১৮৬২৩১৩১ dwao.narail@gmail.com
৪০.	চুয়াডাঙ্গা	মাকসুরা জান্নাত উমবিক, আলমডাংগা, উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৭৬১-৬৩৫০০/০১৭১২৯৮৪২৩২ dwaochua@yahoo.com
৪১.	মেহেরপুর	নীলা হাফিয়া, উমবিক, গাংনী, উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৭৬১-৬৩৫০০/০১৭১১০১৪১৭৮ uwaogangni@gmail.com
৪২.	মাগুরা	আব্দুল আওয়াল উপপরিচালক (চ: দা:)গ্রামীন প্রকল্প	০৪৮৮-৬২৮৪৯/০১৭১১-০৪২৪৪৬ dwao.magura@gmail.com

		বরিশাল বিভাগ	
৪৩.	বরিশাল	মেহেরুন নাহার মুন্নি উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৪৩১-৬৪৬৭৫/ ০১৮১৮-৪১৩০২৫ dwaobaris@yahoo.com
৪৪.	বরগুনা	রুপ কুমার পাল উমবিক আমতলী উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৪৪৮-৬২৯২৯/০১৭১০৮১০৭৬৪ dwabarguna.gov@gmail.com
৪৫.	পিরোজপুর	মোঃ আলতাফ হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:), (M.I.S)	০১৭৭৫৮৭৯৭৯৩/০১৫৫২-৪১৯৭৪৮/০৪৬১-৬৩০৮৫ dwapirojpur.govbd@yahoo.com
৪৬.	ঝালকাঠি	দিলারা খানম উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭১৪-৪৯২৬৩১/০৪৯৮-৬২৯৩৫ jhalokathidwa@gmail.com
৪৭.	ভোলা	মো: ইকবাল হোসেন, উমবিক,দৌলতখান উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১৪৩৪০৭১১/০৪৯১-৬২২০৬ dwabhola@gmail.com
৪৮.	পটুয়াখালী	শিরিন সুলতানা, উমবিক, গলাচিপা উপপরিচালক (অতি: দা:)	০৪৪১-৬২৩৮৫/০১৭৫২৫৬৫৬০৩ bsahida74@gmail.com
		রাজশাহী বিভাগ	
৪৯.	রাজশাহী	শবনম শিরিন উপপরিচালক	০৭২১-৭৬১৭৩৬/০১৭১৪-২২৯৬৬৬ rajshahi.dwao@gmail.com
৫০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মোছাঃ সাহিদা আখতার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭১৬-৩১১৫৬৫/০৭৮১-৫৫৬৪৮ dwao.cnj@gmail.com
৫১.	নাটোর	শারমিন শাপলা, প্রোগ্রাম অফিসার উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১২৫০২২৩৩/০৭৭১-৬৬৬৪৬ dwaonatore@gmail.com
৫২.	পাবনা	রেবেকা সুলতানা, উমবিক, বেড়া উপ-পরিচালক (অতি: দা:)	০১৭৯০৪০৫৫৪৪/০৭৩১-৬৫৮৮৪ pabnadwa@gmail.com
৫৩.	সিরাজগঞ্জ	কানিজ ফাতেমা উপপরিচালক (চ: দা:)	০৭৫১-৬২৩০৩/০১৭৪৫-৪৬৬৫৯৩ kanizfatimamuktii@gmail.com
৫৪.	বগুড়া	মোঃ শহিদুল ইসলাম উপপরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ	০৫১-৬৬২৩৬/০১৭১১-৭৮১৮৪০ bogra.dwao@gmail.com
৫৫.	নওগাঁ	ইসরাত জাহান উপপরিচালক (চ: দা:)	০৭৪১-৬২৪৯৩/০১৭১২৫১২৪৩৫ dwanawgaon@gmail.com
৫৬.	জয়পুরহাট	লায়লুন নাজমা বেগম, প্রোগ্রাম অফিসার উমবিক, উপ-পরিচালক (অতি:দা:)	০১৭১১০৩৯১৭৭ dwaojoypurhat@gmail.com
		রংপুর বিভাগ	
৫৭.	রংপুর	মোছা: সেলোয়ারা বেগম উমবিক, পীরগাছা, উপ-পরিচালক(অতি:দা:)	০৫২১-৬২৪০৪/০১৭১০-৯১৯০১৪ dwarangpur@gmail.com
৫৮.	গাইবান্ধা	বেগম নার্গিস জাহান উপপরিচালক (চ: দা:)	০১৭২২-০৯৩৬৫৬/০৫৪১-৬১৭৩৪ gaibandhadwao@gmail.com
৫৯.	কুড়িগ্রাম	মোছা: জেবুন নেছা উমবিক, নাগেশ্বরী উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১২৭৬৫৬৯৯/০৫৮১-৬১৯০৪ dwakurigram@gmail.com
৬০.	নীলফামারী	মোঃ আনিসুর রহমান উপপরিচালক (চ: দা:)গ্রামীণ	০১৭১৮-৪৬৩৪৮৩/০৫৫১-৬১৬০৪ nilphamaridwa@gmail.com
৬১.	লালমনিরহাট	রাশিদা খাতুন উমবিক, আদিতমারী (অতি:দা:)	০৫৯১-৬১৭৩৪/০১৭৩১৪৮৬১৩৯ dwaolalmonirhat@gmail.com
৬২.	দিনাজপুর	মোঃ মোর্শেদ আলী খান উপপরিচালক (চ: দা:) (সহায়তা)	০১৭৭৬৮৬৬৭১৬/০৫৩১-৬৫০৪৩ dwaodnj@gmail.com
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	মোছা: জিন্নাতারা ইয়াসমিন, উমবিক, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও,উপ-পরিচালক (অতি:দা:)	০১৭২৪-৫১০৩৬৭/০৫৬১-৫৩৪৬৪ wao.thakurgaon@gmail.com
৬৪.	পঞ্চগড়	এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান,উমবিক, বোদা উপপরিচালক (অতি: দা:)	০১৭১৮৯১০৫৬৬/০৫৬৮-৬১২৬৪ dwao.pan@gmail.com

www:dwa.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

www.dwa.gov.bd